ইসরায়েলে মহাসড়ক অবরোধ করে বড় বিক্ষোভ

● ● ● ●

সারে-জমিন

‘সমুদ্রসাথী’ প্রকল্পে নাম নথিভুক্তনিয়ে বিভ্রাট

রূপসী বাংলা

নাগাল্যান্ডের ছয় জেলায় কেউ ভোট না দেওয়ার নেপথ্যে

সম্পাদকীয়

শিক্ষা হল জীবিকার পথ

রবি-আসর

পাওয়ার প্লেতে ১২৫, টি-টোয়েন্টির বিশ্ব রেকর্ড হারদরাবাদের

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২১ এপ্রিল, ২০২৪
৮ বৈশাখ ১৪৩১
১১ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 108 ■ Daily APONZONE ■ 21 April 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিকে পঞ্চম নায়লা উবায়েদ

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে শনিবার প্রকাশিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ বোর্ডের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। উত্তরপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (ইউপিএমএসও) পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন প্রাচী নিগম এবং উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন শুভম ভার্মা। প্রাচী নিগম ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৫৯১ পেয়েছেন। আর শুভম ভার্মা ৫০০-র মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮৯ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন। তবে, উত্তরপ্রদেশ বোর্ড মাধ্যমিকে প্রথম দশজনের মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে স্থান পেয়েছেন ২৯ জন। এদের মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম। মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন পাঁচজন। তাদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন একমাত্র মুসলিম ছাত্রী নায়লা উবায়েদ। বারাবাঁকি জেলার মেয়ে উবায়েদ পেয়েছেন ৫৮৬ নম্বর।

২০০ আসন পেরবে না বিজেপি: মমতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আগামী ৭ মে অনুষ্ঠিত হবে মালদা উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার জনসভা করলেন মালদার গাজোল কলেজ ময়দানে এর পাশাপাশি মানিকচকেও । মুখ্যমন্ত্রীর সভার পাশে করেছেন হেলিপ্যাড আর সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকাপ্টারে করে হেলিপ্যাডে নেমে সরাসরি আদিবাসী মাদলের বাজিয়ে ও তালে তালে সভা মঞ্চে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এরপর মালদা জেলা ক্ষুদ্র শিল্প তাজমহল হোসেন ও সকলে মিলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর বক্তব্য রাখেন সভাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন উত্তর মালদা খগেন বাবু কেউ একটা ভোট দেবেন না কারণ ১০০ দিনের বকেয়া টাকা থেকে শুরু করে কোনরকম উন্নয়ন করেননি। বিজেপিকে একটাও ভোট নয় উন্নয়ন কি করেছে বিজেপি। এই সভা ঘিরে মঞ্চে দেখা গেছে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মালদার গাজোল কলেজ মাঠে মঞ্চের চার সাইডে মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসি টিভি ক্যামেরা দিয়ে নজর দাড়ি যাতে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে । মুখ্যমন্ত্রীর সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুটির শিল্প তাজমুল হুসেন উত্তর বঙ্গের জলোচ্ছ্বাস প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ভুমি ও উদ্বাস্তু ত্রাণ চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার, রাজ্যসভার এম পি হরিচাঁদ মাতা মমতা বালা ঠাকুর, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি, রাজ্য সভার সংসদ মৌসম বেনজির নুর, জেলা কমিটি সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস মালদা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিয়ার ম্যান বাসন্তী বর্মন, গাজোল ব্লকের সভাপতি দিনেশ টুডু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভা নেত্রী। গোটা এলাকা করা নিরাপত্তার মধ্যে এই সভা গোয়েন্দা এবং পুলিশ দপ্তরের আধিকারিকেরা। শনিবার প্রথমে মালদার গাজোলের কলেজে ময়দানে এবং মালদার মানিকচকের এনায়েতপুর মাঠে দক্ষিণ মালদার প্রার্থীর হয়ে মানিকচকের এনায়েতপুর ফুটবল ময়দানে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালদহের গাজোলে জনসভায় মমতা বলেন, বিজেপি ভুয়ো ভোট সমীক্ষার মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করছে। আগে ওদের ২০০ পার করতে দিন। বাংলা, দক্ষিণ, পঞ্জাব, ওড়িশা, দিল্লিতে তারা আসন পাবে না। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে আসন সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে। তারা সিট পাবে কোথা থেকে?’

শুক্রবার যে আসনগুলিতে ভোট হয়েছে তার মধ্যে তামিলনাড়ুর ৩৯টি সংসদীয় আসন রয়েছে, যেখানে বিজেপি নির্বাচনী ভঙ্গ করতে মরিয়া। শুক্রবার রাজস্থানের ২৫টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনেও ভোট হয়েছিল।

দক্ষিণ মালদার এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন মানিকচকের বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র, দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান সহ অনান্যরা। এই দিনের জনসভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ উগরে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বিজেপি বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও উন্নয়ন করেনি বিজেপির বিধায়ক, সাংসদরা। ১০০দিনের বকিয়া টাকা এখনো আপনাদের দেওয়া হয়নি। কি কাজ করেছেন বিজেপি আমলের সাংসদ সেই প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের মঞ্চ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্র ৪০০ আসন পারের দাবির সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মোদি দাবি এক্স হ্যান্ডেলে করেন, ‘প্রথম পর্ব, দারুণ সাড়া! আজ যারা ভোট দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের ভোট থেকে চমৎকার সাড়া পাচ্ছি। এটা স্পষ্ট যে ভারতজুড়ে মানুষ রেকর্ড সংখ্যায় এনডিএ-কে ভোট দিচ্ছেন। মোদরি সেই দাবির জবাবে মমতা দাবি করেন, বিজেপি ২০০ আসনের বেশি পেরবে না।

মালদহের গাজোলে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (মালদহ উত্তর) ও শাহনওয়াজ আলি রায়হান (মালদহ দক্ষিণ) আসনে প্রার্থী প্রার্থীদের মনোনয়ন কেন্দ্রে প্রচার করতে গিয়ে মমতা ঘোষণা করেন, আমাদের প্রার্থী প্রকাশ চিক বড়াইক (আলিপুরদুয়ার) ইতিমধ্যেই জিতে গিয়েছেন।

মালদহের দুটি সহ আটটি আসনই ২০১৯ সালে বিরোধীদের দখলে চলে যায়, কংগ্রেস মালদহ দক্ষিণে তার শেষ অবশিষ্ট দুর্গের একটি অংশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা এবিএ গনি খান চৌধুরী এবং তার পরিবার কয়েক দশক ধরে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মমতা এ নিয়ে বলেন, আমি বরকতদাকে শ্রদ্ধা করি। আপনারা তাকে ভোট দিয়েছেন, আমার কোনও আপত্তি নেই, আমরা খুশি ছিলাম (প্রয়াত গনি খান চৌধুরী, যিনি বরকত দা নামেই বেশি পরিচিত, মমতা সাংসদ হওয়ার আগে ইন্দিরা গান্ধির মন্ত্রিসভায় রেলমন্ত্রী ছিলেন)। আমরা মৌসমকে (তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর) সাংসদ করেছি। তবে, এবারের লোকসভার ৫৪৩টি আসনের মধ্যে এই ৪৮টি আসনে লড়াই করে মমতার আত্মবিশ্বাস ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠন করবে, যার চাবিকাঠি তার দলের হাতে।

বিজেপি সংবিধান বদলে গরিবদের সব কেড়ে নেবে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি শনিবার বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সংবিধানকে সরিয়ে দিতে চায়। আর যদি তা করে তবে গরিবদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হবে।

রাহুল গান্ধি বলেন, আজ দেশে গণতন্ত্র এবং সংবিধান বাঁচানোর বিকল্প রয়েছে। একদিকে কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলির ইন্ডিয়া গ্রুপ যারা দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচাতে ব্যস্ত এবং অন্যদিকে আরএসএস-বিজেপির আদর্শ যা সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বিজেপি জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। বরং, বেকারত্ব তার শীর্ষে রয়েছে এবং বিজেপি শাসনে মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বী, তাই বিজেপি, যারা ৪০০ টি আসন জয়ের কথা বলে, তারা মাত্র ১৫০ টি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশের সমস্ত সম্পদ আম্বানি-আদানিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি যে পরিমাণ কোটিপতিদের দিয়েছেন, সেই পরিমাণই গরিবদের দেবে ইন্ডিয়া জোট। ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠিত হলে প্রতি দরিদ্র পরিবারের একজন মহিলাকে মাসে সাড়ে আট হাজার টাকা দেওয়া হবে।

বেকারত্ব নিয়ে আলোচনা করে গান্ধি বলেন, আজ যুবকরা বেকার এবং মোদি ভারতকে বেকারত্বের কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। নোটবন্দীকরণ এবং জিএসটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ব্যবসাগুলিকে ধ্বংস করেছে, যার ফলে আজ ভারতে চাকরি তৈরি হচ্ছে না। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার গঠিত হলে তরুণদের শিক্ষানবিশের অধিকার দেওয়া হবে, যাতে তরুণরা প্রশিক্ষণ পাবে এবং অগ্নিবীর যোজনা বাতিল করা হবে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার
সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

নামী, তবে দামি নয়

Since 2011

নিকটবর্তী ফার্নিচার স্টোরে আজই খোঁজ করুন

পাউডার কোটেড

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য ৯৭৩২৮৮০১১০

প্রথম নজর

বাগনানে ৪০ কেজি ওজনের কচ্ছপ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত বাকসীহাট পঞ্চায়েতের মানকুর শীতলাতলায় প্রায় ৩৮-৪০ কেজি ওজনের বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপ অলিভ রিডলে উদ্ধার হয়। কচ্ছপটি মানকুরের রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে পড়েছিল। স্থানীয় যুবক রাজু কোটাল ও বাদল পাত্র নদীর পাড়ে দেখতে পেয়ে নামিয়ে দিলেও কচ্ছপ টি যেতে পারেনি। তারা সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় তুলে এনে বাগনান থানায় খবর দেয়।
বাগনান থানার আধিকারিকরা যোগাযোগ করেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিকের সঙ্গে। কিছুক্ষনের মধ্যেই চিত্রক প্রামানিক তার সঙ্গী ঝিন্দন প্রধান, সুমন্ত দাস ও তিতাস প্রধানকে নিয়ে এলাকায় গিয়ে দেখেন এটি বিরাট অলিভ রিডলে কচ্ছপ। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছে কচ্ছপটা। বাম দিকের ফ্লিপারে চোট ও আছে। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, বঙ্গোপসাগরে এদের বসবাস। গভীর সমুদ্রে থাকে।

পুলিশদের সামার কিটস দিলেন সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ডিউটি করেন ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। এবার তাঁদের মনোবল বাড়াতে পথে নামলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীন কুমার ত্রিপাঠী। শনিবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে ছাতা, রোদ চশমা-সহ একাধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন। দেওয়া হয় ওআরএস এবং গ্লুকোজ। হাওড়ার বঙ্গবাসী মোড় থেকে শুরু হয় পরিদর্শন। আজ সারাদিন ধরেই হাওড়ার সিটি পুলিশ এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক গার্ড এলাকায় পরিদর্শন করবেন নগরপাল।

পুকুরে জলে ডুবে মৃত বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সাতসকালে পুকুর থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূমের বোলপুর থানার সিয়ান গ্রামে। বোলপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।
বীরভূমের বোলপুর ব্লকের সিয়ান গ্রামের পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এক ব্যক্তিকে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, মৃত ব্যক্তির এখনো কোনো পরিচয় জানা যায়নি। তবে কি কারণে মৃত্যু হল এই ব্যক্তির ? সামগ্রিক ঘটনায় তদন্তে বোলপুর থানার পুলিশ।

কন্যা সন্তান হওয়ায় স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন স্বামী

জাহেদ মিস্ত্রী ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: আজও কন্যাসন্তান সমাজের অবহেলিত। সারা জীবন মাতৃ শক্তি অথবা নারী শক্তিকে পূজা করলেও এখনো সমাজের কিছু মানুষ আছেন যার নিজের বাড়িতে কন্যা সন্তান হলে বেরিয়ে পড়ে তার আসল রূপ, শুরু হয় স্ত্রী ও কন্যার উপরে অত্যাচার। আজ সেই রকম এক পৈশাচিক ঘটনার শিকার হল মা ও সন্তান। ঘটনাটি গড়িয়া এলাকায়। কন্যা সন্তান হওয়ায় স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন স্বামী। ২১ দিনের কন্যা সন্তান কে নিয়ে পুলিশের দারস্থ মা। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতকে আজ বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গড়িয়া এলাকার বাসিন্দা নবকুমার মন্ডলের একবছর আগে বিয়ে হয় হাওড়ার উদয়নারায়নপুরের বাসিন্দা তনুশ্রী হালদারের সঙ্গে। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে দুজনের পরিচয় হয়। বেশ কিছুদিন প্রেমের সম্পর্ক থাকার পর বিষয়টি বাড়িতে জানাজানি হয়। তারপর পরিবার থেকেই তাদের দুজনের বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাত অভিযুক্ত স্বামী ও তার বাবা ও মা। ২ লক্ষ টাকা পন ও নেয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি দুই পরিবার ও প্রতিবেশীদের নিয়ে কয়েকবার মীমাংসাও করা হয়। কিন্তু কন্যা সন্তান হওয়ার পর স্ত্রী তনুশ্রীকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অভিযুক্তের দাবি তাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে।

তীব্র দহন উপেক্ষা করে মিল্টন রশিদের প্রচার

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: তীব্র রোদের ফাঁকে বেলা যত বাড়ছে ঝাঁঝালো গরমে শা শা করছে এলাকা। রোদের তাপকে উপেক্ষা করেই দিন ভোর চলছে নির্বাচনী ভোট প্রচার। শনিবার নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় ঝলমলে রোদের ফাঁকে নির্বাচনী প্রচারে এলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদ। কিন্তু রাস্তায় মানুষ কই। বেলা এগারোটা বাজতেই ৪১ ডিগ্রী তাপ মাত্রা। শুনশান হয়ে যাচ্ছে মফস্বলের রাস্তা। নির্বাচনী প্রচারের ঝাঁঝ যেমন থাকা দরকার। সেই ঝাঁঝ রেখে তার নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নলহাটি দু নম্বর ব্লক এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে মিছিলের মাধ্যমে জনসংযোগ করলেন। মানুষের সঙ্গে কথা বললেন। একই সঙ্গে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাকে ভোট দেওয়ার আবেদনও রাখলেন বাম কংগ্রেসের প্রার্থী মিল্টন রশিদ। এদিন সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, বাম নেতা সঞ্জীব বর্মন, খাইরুল হাসান, আব্দুস সালাম, বীরভূম জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা সাব্বির হোসেন জয় সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

‘সমুদ্রসাথী’ প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত নিয়ে বিভ্রাট, ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীরা

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: “সমুদ্র সাথীর” তালিকা ভুলে ভরা,মৎস্যজীবী না হয়েও তালিকায় নাম রয়েছে বলে অভিযোগ, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নেই নাম। ক্ষোভে ফুঁসছেন মৎস্যজীবীরা।
১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ৬১ দিন সামুদ্রিক মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। ফলে এই দু'মাস খুবই আর্থিক সঙ্কটে পড়েন সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা। সেই ভাবনা থেকে রাজ্য বাজেটে এপ্রিল ও মে মাসের জন্য সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের ভাতা ঘোষণা করা হয়। প্রতি মাসে ৫ হাজার করে দু'মাসে ১০ হাজার টাকা ভাতা মিলবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের নামকরণ করা হয় ‘ সমুদ্রসাথী’। রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের প্রায় তিন লক্ষ মৎস্যজীবী এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে ঘোষণা করে সরকার। দুয়ারে সরকার শিবিরে নাম নথিভুক্ত করা হয়। সম্প্রতি সেই তালিকা প্রকাশ হয়েছে। তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ভুলে ভরা। অভিযোগ বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠনের। এমনকি প্রকৃত সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা বঞ্চিত বলেও অভিযোগ তাঁদের। তালিকা সম্পূর্ন না হওয়ায় এপ্রিল ও মে মাসে কোন ভাতা দেওয়া যাবে না বলে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠনকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমাতে প্রায় লক্ষাধিক সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর বাস। এদের অনেকেই দুয়ারে সরকার শিবিরে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। কিন্তু তথ্যগত ভুলের জন্য আদৌ ভাতা পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরী হয়েছে। এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে ভাতা পাওয়া নিয়েও সংশয় মৎস্যজীবীদের গলায়।মথুরাপুর লোকসভার সবকটি বিধানসভাতে কমবেশী সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের বাস। এবারের বাজেটে সমুদ্রসাথী ঘোষণার পর কাকদ্বীপে মৎস্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বড় সভা করেছিল তৃণমূল। এবারের ভোটে এই কেন্দ্রে অন্যতম ইস্যু সমুদ্রসাথী। কিন্তু সেই ভাতা চালু না হওয়ায় বিজেপি এই প্রকল্পকে ভাঁওতা বলছে। তালিকায় তৃণমূল নেতাদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে বলে তোপ বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইতের। তবে তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার জানিয়েছেন, নির্বাচন বিধি চালু হওয়ায় কিছু দেরী হচ্ছে। তবে আশ্বস্ত করছি, সকলেই টাকা পাবেন। কোন অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, তিন নাবালককে নিয়ে অথৈ জলে স্ত্রী

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সেপটিক ট্যাঙ্ক খননের কাজ করতে নেমে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের।অসুস্থ আরো এক শ্রমিক। এমনকি ওই দুই শ্রমিককে বাঁচাতে গর্তে নেমে মৃত্যু হয়েছে এক প্রতিবেশীরও বলে খবর।শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে কাশ্মীরে।মৃত যুবকের নাম আজিজুর রহমান (৩০)।তার বাড়ি মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহন্তপুর গ্রামে।কাজ করা অবস্থায় ট্যাঙ্কের ভেতরেই তার মৃত্যু হয়।তবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে,সেটি এখনো স্পষ্ট নয়।ধারণা করা হচ্ছে,ট্যাঙ্কের ভেতরে অক্সিজেনের অভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছে।জানা গিয়েছে,দুই মাস আগে মহন্তপুর গ্রামের আজিজুর রহমান ও আজমল হোসেন কাশ্মীর এলাকায় সেপটিক ট্যাঙ্কের কাজ করতে যায়।এদিন নতুন সেপটিক ট্যাঙ্ক খননের কাজ করতে ২০ ফিট নীচে গর্তে নামে আজিজুর।বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও ওই শ্রমিক উপরে না ওঠায়,তার সহকর্মী আজমল হোসেন ডাকাডাকি শুরু করোকোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে সেও নীচে নেমে যায়।দীর্ঘক্ষণ ওই দুই শ্রমিককে দেখেতে না পেয়েই ট্যাঙ্কের কাছে যান বাড়ির মালিক সহ প্রতিবেশীরা।দেখেন,দু'জনেই সংজ্ঞাহীন।চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন তারা।এবং তাদেরকে বাঁচাতে এক প্রতিবেশী ট্যাঙ্কের নীচে নেমে যায়।তারও কোনো খোঁজ না পাওয়ায় ফোন করা হয় স্থানীয় প্রশাসনকে।তাদেরকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা এক শ্রমিক সহ ওই প্রতিবেশীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শ্রমিকের স্ত্রী আকতারা খাতুন জানান,দুই মাস আগে তার স্বামী কাশ্মীরে কাজ করতে যায়।সে ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে।পরিবারে রয়েছে স্ত্রী সহ তিন নাবালক সন্তান।এখন কিভাবে সন্তানদেরকে মানুষ করে তুলবে এবং তাদের মুখে দুমুঠো ভাত জোগাড় করবে
এই নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছে সে।মৃত্যুর খবর পেয়ে শনিবার ওই শোকার্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে ছুটে যায় উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী মোস্তাক আলম।স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও ব্লক প্রশাসনকে পরিবারটিকে সাহায্যের জন্য আবেদন করবেন বলে জানান মোস্তাক।

গত লোকসভার বিজেপি প্রার্থীর তৃণমূলে যোগ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বিজেপি থেকে দু হাজারেরর বেশি কর্মী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান বিজেপি রাজ্য কমিটির মেম্বার ও ২০১৪ লোকসভার প্রার্থী সন্তোষ রায়। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে যোগদান করেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টপাধ্যায় প্রমুখ। উলেখ্য পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বিধানসভার প্রবীণ বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির মেম্বার এবং ২০১৪ সালে বর্ধমান পূর্ব লোকসভার প্রার্থী হয়েছিলেন। বিগত তিন দশকের বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় বিজেপির দুর্নীতি এবং নেতাদের অসম্মান এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেকের উন্নয়নের জোয়ার দেখে তৃণমূলে যোগদান বলে জানান সন্তোষ রায়।

ঘোড়াদলে ভোট প্রচারে এসইউসিআই

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: বৈশাখের তাপদহকে উপেক্ষা করে চলছে ভোটের প্রচার। আজ ঘোড়াদল বাজারে জন সংযোগে অংশ নিলেন মথুরাপুর কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন কৌতলা অঞ্চলের বামুনেরচক গ্রাম থেকে ঢোলার মাদার পাড়া পোল ভায়া ঘোড়াদল বাজার পর্যন্ত বেহাল ও অবহেলিত রাস্তা সংস্কার শাসক দল কথা দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। এলাকার প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল এস এস কে বিদ্যালয় গুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার। গরম কালে পানীয় জলের সংকট তীব্র দেখা দিয়েছে। মথুরাপুর ব্লক হাসপাতাল ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির উন্নয়ণ অবহেলিত। এসইউসিআই প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ ভুল করে বিহারের ছেলে বাংলায়, উদ্ধার হরিশ্চন্দ্রপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মায়ের উপর অভিমান করে পথ ভুল করে বাংলায় চলে এসেছিল বিহারের এক নাবালক। এক যুবকের প্রচেষ্টায় অবশেষে পরিবারের কাছে ফিরতে পারল ওই নাবালক।
ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুর গ্রামে। উদ্ধার হওয়া ওই বালকের নাম উমেশ দাস(১২)।বাড়ি বিহারের আজমনগর থানার বাগছাল্লা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,শুক্রবার সাহাপুর গ্রামের একটি রাস্তায় ওই বালককে ঘুরে বেড়াতে দেখে এলাকারই এক যুবক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া।ওই বালককে দেখে সন্দেহ হওয়ায় ওই যুবক তাকে তড়িঘড়ি মোটরসাইকেলে করে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়।ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন তার বাড়ি বিহারে।সে পথ ভুল করে হরিশ্চন্দ্রপুরে চলে এসেছে।এরপর শনিবার সকালে ছেলেটিকে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ বিহারের আজমনগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলেটিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে বলে জানান আইসি মনোজিৎ সরকার।

আদিবাসীদের ভোট দানে বিরত থাকার আহ্বান আদিবাসী সংগঠনের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ৭ই মে রাজ্যের তৃতীয় দফা লোকসভা নির্বাচন আর এই তৃতীয় দফা নির্বাচনে মালদা উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আর এই লোকসভার নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেই ইচতেহারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রধান দাবি সারনা ধর্মের পৃথক কলাম কোট নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেনি। তাই এইবারে নির্বাচনে আদিবাসীদের ভোটদান থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাচ্ছে। আদিবাসীদের দুই সংগঠন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান এবং ঝাড়খন্ড দিষম পার্টি। আদিবাসী নেতা মোহন হাজদা জানান আদিবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে সারনা ধর্মের জন্য আন্দোলন করে আসলেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনো পর্যন্ত সেই ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়নি। রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও আদিবাসীদের নিয়ে কিছুই করছে না। আদিবাসীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ধরে নিয়েছে তাই যারা আমাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কোন কথা বলে না তাদের কাউকে আমরা ভোট দেব না। ইতিমধ্যেই প্রথম দফা লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে আরো অনেক দফার ভোট রয়েছে। এর মধ্যে কেউ যদি আমাদের দাবি সম্পর্কে আওয়াজ তোলে তাহলে তাদের পক্ষে থাকবে আদিবাসী সমাজ। ইতিমধ্যেই আমরা মালদা জেলার আদিবাসী সমাজে ভোট না দেওয়ার বিষয়ে প্রচার শুরু করব। মালদা জেলার হবিবপুর বামন গোলা গাজোল পুরাতন মালদা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আদিবাসী সমাজের বসবাস প্রায় ১ লক্ষ বেশি ভোটার রয়েছে জেলা জুড়ে।

হামলার দায়ে চার বাম কর্মীর পুলিশি হেফাজত

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: আগামী ১৩ মে সারা দেশে চতুর্থ দফার নির্বাচন রয়েছে। এই নির্বাচনে বাংলার ৮ টি লোকসভার আসনের ভোট আছে। বোলপুর লোকসভা যার মধ্যে অন্যতম। বোলপুর লোকসভার অধীনে পড়ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট - কেতুগ্রাম এবং আউশগ্রাম বিধানসভা গুলি। এই ৩ টি বিধানসভা গত ২০১১ সালের পর থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। বিরোধী বলতে কোথাও বিজেপি, কোথাও বা সিপিএম সক্রিয়। তবে চলতি লোকসভা নির্বাচন আবহে এইসব এলাকায় সিপিএমের প্রভাব কিছুটা বেড়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি এই লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী মঙ্গলকোটে নির্বাচনী প্রচারে এসে ‘উজ্জীবিত’ হন এলাকাবাসীদের একাংশের সমর্থন পেয়ে। ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে গত শুক্রবার রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হল মঙ্গলকোটের ঝিলু ২ নং অঞ্চলের বনপাড়া - নপাড়া এলাকা। উত্তপ্ত ঘটনার সাথে সাথেই মঙ্গলকোট থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বড় অংশকে গ্রেপ্তার করে কাটোয়া মহকুমা আদালতে এসিজেম এজলাসে পেশ করে।শনিবার এই অশান্তির ঘটনায় ধৃত ৬ জনের মধ্যে ৪ জনের ৬ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়েছে। উত্তপ্ত এলাকায় যাতে আর অশান্তি না ঘটে তার জন্য মঙ্গলকোট থানার পুলিশ টহলদারি চালাচ্ছে বলে এলাকা সুত্রে প্রকাশ। গত শুক্রবার বনপাড়ায় তৃণমূল সিপিএমের মারপিটের ঘটনায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গ্রেফতার হন ৬ জন সিপিআইএম কর্মী।অঅভিযুক্তদের নাম,শেখ হাবিবুর রহমান, শেখ জিয়াবুর রহমান, ফিরোজ শেখ, মনিরুল শেখ ,আজু সেখ, আইনুল শেখ। ধৃতদের সকলেরই বাড়ি বনপাড়া গ্রামে ।শুক্রবার বিকেলে এ বিষয়ে মঙ্গলকোট থানায় লিখিত অভিযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেস। ১১ জনের বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে হামলার অভিযোগ ।মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ জানিয়েছেন -” অশান্তির অভিযোগ পেয়েই আমরা অভিযুক্তদের বড় অংশ কে গ্রেপ্তার করেছি।যাতে নুতন করে অশান্তি না ঘটে তার জন্য আমরা নজরদারি চালাচ্ছি”। স্থানীয় সুত্রে প্রকাশ, গত শুক্রবার সকালে সিপিএম কর্মীদের পতাকা টাঙানো নিয়ে স্থানীয় দুই তৃণমূল কর্মীর সাথে বিবাদ বাদে।

সলিডারিটি-র উদ্যোগে স্বাস্থ্য, রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সলিডারিটি ইউথ মুভমেন্টের গোপালপুর শাখার উদ্যোগে শনিবার এক স্বাস্থ্য এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় গোপালপুরে।সহযোগিতায় ছিল এসআইও গোপালপুর ইউনিট, সলুয়া গোপালপুর স্পোর্টিং ক্লাব, গোপালপুর জামে মসজিদ সহ এলাকার যুবকবৃন্দ। এই শিবিরে দাঁত, চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এদিনের শিবিরে ৬০ জন মানুষ রক্ত দান করেন এবং প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেন। দাঁতের রোগীদেরওষুধ, পেস্ট, ব্রাশ ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি বলেন, এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। উপস্থিত ছিলেন সলিডারিটি ইউথ মুভমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ওসমান গনি, সম্পাদক ইমরান আলী সহ বিশিষ্টজনেরা। এ দিনের আয়োজনটি দায়িত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন সলিডারিটি মেট্রো সিটির সেক্রেটারী আমিরুল মোমেনীন। সাধারণ মানুষ উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন ।

মাদ্রাসায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: মাদ্রাসায় পরিচালন সমিতির দ্বারা শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী নিয়োগের দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে সরব হলে বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের বীরভূম জেলা শাখা। শনিবার বীরভূমের রামপুরহাটে সাংবাদিক বৈঠক করে ফোরাম জানিয়েছে জেলায় সরকার পোষিত বিভিন্ন মাদ্রাসায় সংশ্লিষ্ট পরিচালন সমিতি অবৈধভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী নিয়োগ করেছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সেই ভুতুড়ে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের নিয়োগ বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দেবী প্রসাদ দে কমিটির তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৭৮ টি মাদ্রাসায় অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীর তালিকা প্রকাশ করেছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। বীরভূম জেলার ফোরাম শাখার সম্পাদক গোলাম রসুল বলেন, বীরভূম জেলায় পাঁচটি মাদ্রাসায় পরিচালন সমিতির দ্বারা ৩৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী অবৈধভাবে নিয়োগ হয়।। মারগ্রাম হাই মাদ্রাসায় বারো জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা ও চারজন শিক্ষা কর্মী, মহিদাপুর হাই মাদ্রাসায় চারজন শিক্ষা কর্মী, মেটেকোনা হাই মাদ্রাসায় একজন শিক্ষা কর্মী , মেটেকোনা আবু তাহের সিনিয়র হাই মাদ্রাসায় দশ জন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী, ও দুজন শিক্ষা কর্মী, ভেরামারি হাই মাদ্রাসায় দুই জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা ও তিনজন শিক্ষা কর্মী অবৈধভাবে নিয়োগ হয়। তিনি আরো বলেন এই অবৈধ নিয়োগ কারীদের বিরুদ্ধে সিবিআই ও সিআইডি তদন্ত করা হোক। আকসারাজ্জামান রাহিল আব্বাস, মনির রসুল, জাফর আলী খান,মহম্মদ মুরালিম শেখ প্রমুখ ফোরাম সদস্য অবৈধভাবে নিয়োগ কারীদের শাস্তির দাবি তোলেন।

খুনোখুনি নয়, রক্তদান শিবির এবার পাড়ুইয়ে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পাড়ুই থানার চৌমন্ডলপুর একদা সংবাদ শিরোনামে দেখা যেত। যেখানে খুনোখুনি, রক্তপাত দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল গ্রামের মানুষ। সেখানেই এখন বিবেক জাগ্রত হয়ে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংগ্রহ করে অন্যের জীবন বাঁচানোর সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই হিসেবে শনিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করে নজীর স্থাপন করে গ্রামবাসী। জেলার ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো প্রায় রক্ত শূন্য ঠিক তখনই পাড়ুই থানার চৌমগুলপুর গ্রামে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এবং বীরভূম ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে ও চৌমগুলপুর নবদিশা সংঘের উদ্যোগে বাতনুকূল ভ্রাম্যমাণ বাসের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রখর রৌদ্রের দাবদহ উপেক্ষা করেই এদিন শিবিরে পুরুষ মহিলা মিলে চল্লিশ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রোটারি ক্লাব অফ বোলপুর-শান্তিনিকেতন ও গুরুকূল ফাউন্ডেশন।

প্রথম নজর

উমরাহকারীদের ফেরার তারিখ জানাল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: উমরাহকারীদের আগামী ৬ জুনের মধ্যে সৌদি আরব ছাড়তে হবে বলে জানিয়েছে দেশটির হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়। ঐদিন আরবি বর্ষপঞ্জিকার ১১তম মাস জিলকদের ২৯তম দিন থাকবে।
গালফ নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সৌদি আরব উমরাহর জন্য যে ভিসা দিয়ে থাকে সেটির মেয়াদ থাকে ৯০ দিন। যাদের কাছে উমরাহর ভিসা আছে তারা আগামী ১৫ জিলকদ পর্যন্ত সৌদিতে প্রবেশ করতে পারবেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, পবিত্র হজের প্রস্তুতি শুরুর অংশ হিসেবে উমরাহকারীদের সৌদি আরব ছাড়ার তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।
সৌদি আরব জানিয়েছে, ভিসা যেদিন ইস্যু করা হয় সেদিন থেকে ৯০ দিনের হিসাব শুরু হয়। যদিও অনেকে মনে করেন যেদিন সৌদিতে প্রবেশ করবেন সেদিন থেকে ভিসার মেয়াদ শুরু হয়। তাদের এ ধারণাটি ভুল। এছাড়া উমরাহ ভিসার মেয়াদ ৯০ দিনের বেশি কোনোভাবেই বাড়ানো হবে না। এই ভিসা অন্য ভিসা হিসেবেও পরিবর্তন করা হবে না।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল বার্বাডোস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র বার্বাডোস। এ নিয়ে ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির (ক্যারিকম) ১১তম দেশ থেকে এই স্বীকৃতি এলো।
শনিবার (২০ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানায়, আনুষ্ঠানিকভাবে বার্বাডোস ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। বার্বাডোসের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী কেরি সিমন্ডস বলেছেন, দেশটির মন্ত্রিসভা মনে করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, বার্বাডোস সর্বদা জাতিসংঘের নীতি মেনে চলে। আমরা মনে করি, চলমান সংঘাত নিরসনে একটি দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা মুখে একটি দ্বিরাষ্ট্র সমাধান দেখতে চাওয়ার কথা বললেও হাস্যকরভাবে বার্বাডোস নিজেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই বার্বাডোসের নীতির আলোকেই ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।
তবে সিদ্ধান্তটি ইসরায়েলের সঙ্গে বার্বাডোসের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
বার্বাডোস স্বীকৃতি দেওয়ায় জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪০টি এখন ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে।
এদিকে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্য পদ পাওয়ার সুযোগ ফের আটকে গেল। কারণ, রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল।
এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ‘ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হোক’।
নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১২ সদস্য ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। ভোটদানে বিরত থাকে যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ড। পাঁচ স্থায়ী সদস্যের অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোতে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

ইসরায়েলে মহাসড়ক অবরোধ করে বড় বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনে হামাসের হাতে জিম্মি ইসরায়েলিদের মুক্তির দাবিতে বড় ধরনের বিক্ষোভ করেছে সেদেশের বিপুল সংখ্যক জনগণ। শুক্রবার তেলআবিব ও জেরুজালেমকে সংযুক্তকারী একটি মহাসড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ চলে। এতে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। সড়কের মাঝখানে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। জিম্মিদের ছবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। দ্রুতই হামাসের সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়ার দাবি জানান তারা।
বিক্ষোভকারীদের বেশিরভাগই জিম্মিদের পরিবারের সদস্য। ৭ অক্টোবর তেল আবিবে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর থেকেই জিম্মি মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছে সাধারণ ইসরায়েলিরা।

দুবাইয়ে হঠাৎ বন্যার কারণ কী! ক্লাউড সিডিং না অন্য কিছু?

আপনজন ডেস্ক: আরব আমিরাত কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরাতে নিয়মিত ক্লাউড সিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এই পদ্ধতিতে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য সিলভার আয়োডাইড নামে এক ধরনের হলদেটে লবণের মিশ্রণ মেঘে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) দুবাইয়ে মাত্র ১২ ঘন্টার ব্যবধানে প্রায় চার ইঞ্চি (১০০ মিমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা শহরটির সারাবছরের মোট বৃষ্টিপাতের সমান। ৭৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এ বৃষ্টিপাতে মরুভূমির দেশটির বিভিন্ন স্থানে বন্যা দেখা দিয়েছে।
দুবাইয়ে সচরাচর বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের সময় পানি নিষ্কাশনের অবকাঠামো সীমিত। তাই মঙ্গলবারের প্রবল বৃষ্টিপাতে শহরটি বন্যার কবলে পড়ে। ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য দুবাইয়ের রাস্তাগুলো নদীতে পরিণত হয়েছে এবং বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়েছে। বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পানিতে তলিয়ে গেছে এবং বিমানগুলো বন্যার পানিতে নৌকার মতো চলাচল করছে।
আকস্মিক এ বন্যার জন্য অনেকেই ক্লাউড সিডিং নামক কৃত্রিম বৃষ্টির দোষারোপ করলেও দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটিওরোলজির কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ক্লাউড সিডিং-এর জন্য এই বৃষ্টিপাত হয়নি। এ কৌশলের মাধ্যমে বৃষ্টি ঝরাতে সক্ষম হলেও বন্যা অবস্থা তৈরি করার মতো ভারী বৃষ্টিপাত হওয়া সম্ভব নয়।
এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএন। ক্লাউড সিডিং-এর বড় ধরনের কোনো সাফল্য এখনও দেখা না গেলেও কৃত্রিমভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনসহ আরও কয়েকটি দেশ কয়েক দশক ধরে এই পদ্ধতির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ক্লাউড সিডিংয়ের কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান এবং ইরানে ভারী বৃষ্টিপাতে ঘটনা এখনো ঘটেনি। কয়েকদিন ধরে আরব উপদ্বীপ এবং ওমান উপসাগর হয়ে এগোতে থাকা বড়, ধীরগতির ঝড়ের কারণে এই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটিওরোলজির জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ এসরা আলনাকবি মনে করেন, ঝড়ের পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনের ভূমিকা রয়েছে। তার মতে দুবাইয়ে ভারী বৃষ্টিপাত বিভিন্ন উচ্চতায় নিম্নচাপ ব্যবস্থার কারণে বায়ুমণ্ডল ‘সংকুচিত’ হওয়ার কারণে ঘটেছে। গত সপ্তাহেই উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে বড় ধরনের বন্যার ঝুঁকির বিষয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সতর্ক করা হয়েছিল।

ক্লাউড সিডিং কী?
ক্লাউড সিডিং এমন একটি কৌশল যা আবহাওয়ার পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত প্ররোচিত করতে। এটিতে সিলভার আয়োডাইড, পটাসিয়াম আয়োডাইড বা তরল প্রোপেনের মতো পদার্থগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য মেঘের মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা গঠনকে উৎসাহিত করে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ানো।
ক্লাউড সিডিং কি আসলেই কাজ করে?
ক্লাউড সিডিং-এর মাধ্যমে আসলে কতটুকু বৃষ্টি বা তুষারপাত হয় তা নির্ধারণ করা কঠিন। বিজ্ঞানীরা এর প্রভাব পরিমাপ করতে হিমশিম খাচ্ছেন কারণ ক্লাউড সিডিংয়ের ফলে কতটুকু বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং প্রাকৃতিকভাবে কতটুকু বৃষ্টিপাত হয়েছে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা মুশকিল। ইউসিএলএ’র (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস অ্যাঞ্জেলেস) জলবায়ু বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল সোয়াইন এর আগে সিএনএনকে বলেছিলেন, আপনি কীভাবে জানেন যে প্রাকৃতিকভাবে নাকি ক্লাউড সিডিংয়ের কারণে বৃষ্টি হচ্ছে? পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা করতে না পারলে নিশ্চিতভাবে এর কার্যকারিতা বলা যাবে না।
ক্লাউড সিডিং কী ক্ষতি করতে পারে?
মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলবায়ু উষ্ণ হতে থাকায়, বিশ্বের কিছু অংশ উষ্ণ এবং শুষ্ক হয়ে উঠেছে। ক্লাউড সিডিংয়ের মাধ্যমে এক অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরালেও, প্রক্রিয়াটি অন্যান্য অঞ্চলকে আরও শুষ্ক করে তুলতে পারে। ব্যাপারটা এক জায়গা থেকে জল নিয়ে অন্য জায়গায় দেওয়ার মতো। তাই আপনি যখন এক জায়গায় জোরপূর্বক বৃষ্টি ঝরাবেন তখন অন্য কোথাও কম বৃষ্টিপাত হতে পারে।

দুধে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের H5N1 স্ট্রেইন পাওয়া গেছে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বার্ড ফ্লু। বার্ড ফ্লু এর ভাইরাস H5N1-এর স্ট্রেইনের সন্ধান মিলল এবার দুধে।
শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত প্রাণীরা এই বার্ড ফ্লুয়ে আক্রান্ত তাদের শরীরজাত কাঁচা দুধে মিলেছে এই ভাইরাসের স্ট্রেইন। তবে এই ভাইরাস দুধের মধ্যে কতদিন বেঁচে থাকে, তাই এখন প্রশ্ন।
কিছুদিন আগেই বিশ্ব দেখেছে করোনাভাইরাসের দাপটে এক ভয়াবহ অতিমারী। ভাইরাসের ক্ষমতা কতটা দানবীয় হতে পারে, তার আঁচ দিয়েছে কোভিড-যুগ। এরপর H5N1 বার্ড ফ্লু ভাইরাসের স্ট্রেইন ঘিরে আশঙ্কাজনক খবর উঠে আসছে।
১৯৯৬ সালে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H5N1) প্রাথমিকভাবে ছড়িয়েছিল। পরে ২০২০ সালে তা ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। সেবার মৃত্যুর হার ছিল ভয়ানক।
২০২০ সালে ওই ভাইরাসের ছড়ানোর ঘটনায় যে শুধু ১০ মিলিয়ন পোলট্রির মুরগি মারা গিয়েছিল তা নয়, সংক্রমিত হয়েছিল বহু বন্য পাখি, স্থলের পশু, জলজ স্তন্যপায়ীরাও। বার্ড ফ্লু মানেই যে শুধু পাখিদের ঘিরে উদ্বেগ তা নয়। গত মাসেই এই বার্ড ফ্লুয়ে আক্রান্তের সংখ্যায় যোগ হয়েছে গরু ও ছাগল। উল্লেখ্য, এর আগে এই ইনফ্লুয়েঞ্জাতে কখনওই সংক্রমণের আশঙ্কার তালিকায় গরু ও ছাগল পাওয়া যায়নি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রোগ্রামের প্রধান ওয়েনকিং ঝাং বলেন, ‘টেক্সাসে একটি গরু থেকে প্রথমবারের মতো কোনো মানুষ বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হলো। পাখি থেকে গরু, গরু থেকে গরু এবং গরু থেকে পাখির মধ্যে ভাইরাসটি সংক্রমণের বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভাইরাসটির বিষয়ে আমরা আগে যা বুঝেছিলাম তার থেকে ভিন্নভাবে সংক্রমিত হচ্ছে।’
বিশ্ব স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সংস্থার এই কর্মকর্তা বলেন, বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত প্রাণীর দুধের মধ্যে ভাইরাসটি পাওয়া গেছে। এমন পরিস্থিতিতে পাস্তুরিত দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যসহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কে হামাস প্রধান হানিয়া, এরদোগানের সঙ্গে আলোচনা

আপনজন ডেস্ক: গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়া। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে আলোচনা করতেই তার এই সফর।
হামাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হানিয়া-এরদোগান চলমান গাজা সংঘাত নিয়ে আলোচনা করবেন। গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হানিয়া। তুরস্ক সফরে তার সঙ্গে হামাসের একটি প্রতিনিধিদল রয়েছে।
ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এমন প্রেক্ষাপটে এরদোগানের সঙ্গে আলোচনার জন্য হানিয়া তুরস্কে গেলেন।
বর্তমানে গাজা থেকে খানিকটা ঘুরে গেছে বিশ্ব নজর। এই সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ইরান ইসরায়েল হামলা-পাল্টা হামলা। তেলআবিব-তেহরানের নতুন দ্বন্দ্বে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সংঘাতের সূচনা হয়েছে। অনেকে এই সংঘাত বৈশ্বিক রূপ নেয়ার শঙ্কাও করছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জেলেনস্কিকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে পোলিশ নাগরিক গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সম্ভাব্য হত্যাচেষ্টার অংশ হিসেবে রুশ সরকারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পোল্যান্ডের এক নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের শীর্ষস্থানীয় কৌঁসুলিরা এ তথ্য জানিয়েছেন।
পোল্যান্ডের ন্যাশনাল প্রসিকিউটরস অফিস বলেছে, পাওয়েল কে নামে শনাক্ত করা ওই নাগরিকের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করার প্রস্তুতির অভিযোগ আনা হয়েছে।
এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, পোল্যান্ডের ওই নাগরিককে গত বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছে ও তার ব্যাপারে তদন্ত চলছে। দোষী সাব্যস্ত হলে আট বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে তার। এদিকে ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল অ্যান্ড্রি কোস্টিনের তথ্য অনুসারে, গ্রেফতার সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রাশিয়ার সামরিক কমান্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং রুশ বৈদেশিক সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়ে তার প্রস্তুতির কথা জানান। পোল্যান্ড ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলেন, রাশিয়ার সরকারের পক্ষে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির সম্ভাব্য কাজের মধ্যে ছিল, পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জাসিওনকা শহরে রেজ ডব্লিউ-জাসিওনকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তা রুশ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে সরবরাহ করা।
এ বিষয়ে এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) এক বিবৃতিতে ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল কোস্টিন লেখেন, পোল্যান্ড সফরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে রাশিয়ার বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের সম্ভাব্য হত্যাচেষ্টার পরিকল্পনায় সহায়তা করাই ছিল ওই তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করার উদ্দেশ্য।
পোলিশ ন্যাশনাল প্রসিকিউটরস অফিস তার বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেলের দপ্তর সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিষয়ে তাদের তথ্য ও নিজস্ব তদন্তে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করেছে। অফিস আরও জানায়, পোল্যান্ডের ওই নাগরিককে গত বুধবার গ্রেফতার করা হয়েছে ও তার ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৪ মি.

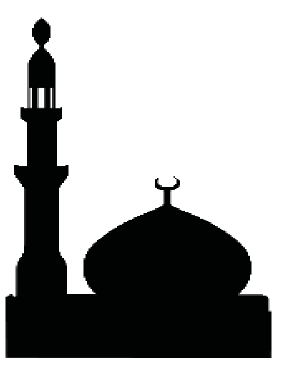

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৭	৫.১০
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৪	
এশা	৭.১৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

মেক্সিকোয় মেয়র প্রার্থী ছুরিকাঘাতে নিহত

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারণাকালে এক মেয়র প্রার্থীকে হত্যা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলার ঘটনাটি জুন মাসের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতার একটি অংশ। তামাউলিপাস রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল ইরভিং ব্যারিওস জানান, নোয় রামোসের ওপর ছুরি হামলাকারীর অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জর্জ কুয়েলার মিলেনিও টেলিভিশনকে বলেন, রামোস আঁততায়ীর আঘাতে নিহত হয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে ‘প্রতিশোধের চক্র’ বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

আপনজন ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি হামলার খবরের পর মধ্যপ্রাচ্যে ‘প্রতিশোধের বিপজ্জনক চক্র’ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। শুক্রবার তার মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, জাতিসংঘ প্রধান ‘প্রতিশোধমূলক যে কোনো কর্মকাণ্ডের’ নিন্দা জানিয়েছেন এবং ‘যে সকল কর্মকাণ্ড সমগ্র অঞ্চল ও অঞ্চলের বাইরে ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে সে ধরনের কর্মকাণ্ড রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, সপ্তাহান্তে আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। শুক্রবার ভোরে ইরানের মধ্যাঞ্চলীয় ইস্ফাহান প্রদেশ একাধিক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে।
মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এবিসি, সিবিএস এবং সিএনএন, অন্যান্য মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্যের সময় শুক্রবার ভোরে ইরানে ইসরায়েলের হামলার কথা জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোকে বলেছেন, ইসরায়েল ইরানে প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে। তবে বিদেশ থেকে ইরানে কোনো ‘হামলা’ হয়নি বলে খবর দিয়েছে ইরানি গণমাধ্যম। এর আগে গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়।

এবার ইরাকে ইরান সমর্থিত সেনাঘাঁটিতে বিমান হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট চরম উত্তেজনার মধ্যেই এবার ইরাকের রাষ্ট্রায়ত্ত প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীর সেনাঘাঁটিতে বিমান হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেসের এক সেনা নিহত ও ৬ জন আহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) গভীর রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
তথ্য মতে, ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত কালসো নামে একটি সেনাঘাঁটিতে অবস্থানরত পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সের সেনাদের ওপর আকাশ থেকে বোমা হামলা হয়েছে।
ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্র জানিয়েছে, বিমান থেকে এ হামলা চালানো হয়েছে। এ হামলায় পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেসের এক সেনা নিহত ও ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হিলা শহরের একটি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।
পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বিস্ফোরণে বস্তুগত ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার তদন্ত করতে একটি দল কমিটি গঠন করা হয়েছে।’

রাশিয়ার দিকে ঝোঁকা নাইজার থেকে সেনা প্রত্যাহারে রাজি যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ইসলামপন্থী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভূমিকা শেষ করে সব মার্কিন সেনা নাইজার ছেড়ে চলে যাবেন। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার সাহারা মরুভূমিতে আগাদেজের কাছে তাদের ড্রোনঘাঁটি বন্ধ করতে সম্মত হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে।
নাইজার আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে রয়েছে, যেটিকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠীর নতুন বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আঞ্চলিক জিহাদি তৎপরতা নিরীক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার প্রাথমিক ঘাঁটি হিসেবে নাইজারের ওপর নির্ভর করে।
তবে পশ্চিম আফ্রিকার দেশটির সামরিক নেতারা গত বছর একটি অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চেয়েছেন।
একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল কয়েক দিনের মধ্যে নাইজারের রাজধানী নিয়ামেতে যাবে, যাতে তাদের এক হাজারের বেশি সেনাকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। শুক্রবারের ঘোষণাটি ওয়াশিংটনে মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট কার্ট ক্যাম্পবেল এবং নাইজারের প্রধানমন্ত্রী আলী মহামান লামিন জেইনের মধ্যে আলোচনার পর দেওয়া হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১০৮ সংখ্যা, ৮ বৈশাখ ১৪৩১, ১১ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

বৈশ্বিক সংকট

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই যুদ্ধ আঞ্চলিক অস্থিরতা উসকাইয়া দিতেছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব জুড়িয়া উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে।' ভাষণের শেষাংশে তিনি আহ্বান জানাইয়াছিলেন, 'ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে সরিয়া আসার এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ, যে কোনো ধরনের আত্মতুষ্টি সংকটকে আরো গভীর করিয়া তুলিবে।' জাতিসংঘ মহসচিবের সেই ভবিতব্যের মর্মকথা আমরা আজ অনুধাবন করিতেছি প্রতিটি মুহূর্ত! বিশ্ব আজ এক গভীর সংকটে নিপতিত। যুদ্ধ চলিতেছে ইউরোপের মাটিতে। সংঘাতের আগুনে পুড়িতেছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল। আত্মতুষ্টির বশবর্তী হইয়া প্রতিপক্ষের উপর প্রথম আঘাত হানিয়া সংকট ডাকিয়া আনিল কোন পক্ষ—ইহা পুরাতন, অমীমাংসিত ও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। তবে বৃহত্তর সংঘাতের ঘেরাটোপে পড়িয়া সমগ্র বিশ্ব যে কাহিল হইতে কাহিলতর হইয়া উঠিতেছে, ইহাই আজিকার দিনের বাস্তবতা।
ইউক্রেনে হামলা বাড়াইয়াছে রাশিয়া। এই যুদ্ধ কখন, কীভাবে শেষ হইবে, তাহা কাহারো জানা নাই! বরং দুই বত্সরেরও অধিক সময় ধরিয়া চলিতে থাকা এই যুদ্ধ পক্ষগুলিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়া দিয়াছে। ইহার অভিঘাতে বিশ্বব্যাপী যেই অর্থনৈতিক সংকটের অবতারণা ঘটে, তাহা হইতে উত্তরণ তো ঘটেই নাই, উপরন্তু আরম্ভ হইল নূতন সংকট—ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ। ঘটনা এইখানেই থামিয়া থাকে নাই, গাজা যুদ্ধের পটভূমিতে বিশ্ব নূতন করিয়া প্রবেশ করিয়াছে দুই চিরশত্রু ইরান ও ইসরাইলের সংঘাতের যুগে। দুশ্চিন্তা মূলত এইখানেই! কারণ, বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে মধ্যপ্রাচ্য। এই অঞ্চলে অস্থিরতা শুরু হওয়ার অর্থ হইল সমগ্র পৃথিবীতে তাহার ঢেউ আছড়াইয়া পড়া। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হইয়া উঠিলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানিসংকট তীব্রতর হইয়া উঠিবে।
আমরা লক্ষ করিয়াছি, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সুয়েজ খালে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করিয়া ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা হামলা শুরু করিলে এই রুটে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেশ শ্লথ হইয়া পড়ে। ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতে শুরু হইয়াছে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে হামলা-পালটা হামলার ঘটনা। ইরানের হামলার জবাবে ইসরাইল পালটা হামলা চালাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যদিও এই লেখা পর্যন্ত হামলার বিষয়ে ইসরাইলকে দোষারোপ করে নাই ইরান। আমরা জানি, তেহরানে হামলা না চালাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তেল আবিবকে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার পরও যদি ইসরাইল হামলা করিয়া বসে, তাহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, এই দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব আরো বিস্তৃত হইলে হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারে তেহরান। বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম এই রুট দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কবলে পড়িলে গোটা পৃথিবীতে তৈল-গ্যাসের কী ধরনের আকাল শুরু হইবে, অতীতে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছি আমরা। ইহার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সকল ধরনের ব্যবসার খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়া যাইবে। ব্যাহত হইবে পণ্য আমদানি-রপ্তানি। দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাইয়া নানামুখী সংকটে নিমজ্জিত হইবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির পুনরুদ্ধারও হইয়া উঠিবে কঠিনতর।
মনে রাখিতে হইবে, এই বত্সর বিশ্বের জন্য নির্বাচনের বত্সর। বিশ্বের সর্ববৃহত্ গণতন্ত্র ভারতে নির্বাচন শুরু হইয়াছে ১৮ এপ্রিল। বত্সরের শেষের দিকে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সকল নির্বাচন গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ইহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নাকাল হইয়া পড়িতেছে বিশ্ব। জীবন ও জীবিকাকে বিষাইয়া তুলিতেছে চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাতের পথ ধরিয়া নূতন কোনো সংকটের আবির্ভাব আদৌ প্রত্যাশিত নহে। রাজনীতি ও জলবায়ু—এই দুই ক্ষেত্রেই বর্তমানে যেই উত্তপ্ত ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে উত্তরণের একটিমাত্র রাস্তা খোলা আছে—আলোচনা ও সমঝোতা। যুদ্ধের ময়দানে নহে, বৈশ্বিক সংকটের সমাধান হউক আলোচনার টেবিলে।

ভারতের গণতন্ত্রে পূর্ব এশিয়ার লেবাস

মোদির সমালোচকেরা বলছেন যে তিনি নির্বাচনের ফল নিজের দিকে আনার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করছেন, সরকারি গোয়েন্দা ও অন্যান্য সংস্থাকে নিয়োগ করেছেন বিরোধীদের দমন করার জন্য। তারপরও এসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তেমন কোনো জনরোষ দেখা যায়নি। আর তাই প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র লৌহমানবের শাসন মেনে নিচ্ছে? লিখেছেন **রুচির শর্মা**।

সেই '৯০-এর দশক থেকে ভারতের জাতীয় নির্বাচনগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছি। কিন্তু একটা বিষয় আগে কখনোই দেখিনি। আর তা হলো দেশটিতে শুরু হওয়া নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল আগে থেকে অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া। বরং এখন বিতর্কটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কত বড় ব্যবধানে তৃতীয়বারের মতো পুনর্নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। (ভারতের লোকসভা নির্বাচন ১৯ এপ্রিল শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে সাত দফায় চলে ১ জুন শেষ হবে।)
মোদির সমালোচকেরা বলছেন যে তিনি নির্বাচনের ফল নিজের দিকে আনার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করছেন, সরকারি গোয়েন্দা ও অন্যান্য সংস্থাকে নিয়োগ করেছেন বিরোধীদের দমন করার জন্য। তারপরও এসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তেমন কোনো জনরোষ দেখা যায়নি। আর তাই প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র লৌহমানবের শাসন মেনে নিচ্ছে? আমার অভিমত হলো যে আমরা একধরনের মৌন সমঝোতার দিক অগ্রসর হয়েছি, যেখানে দোদুল্যমান ভোটাররা মোদির অধীনে গণতন্ত্রের মন্দা মেনে নিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত মোদি অর্থনৈতিক অগ্রগতি জারি রাখতে পারছেন, ততক্ষণ।
ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কট্টর সমর্থকেরা সব সময়ই যেকোনো মূল্যে তাঁদের নেতা ও দলের হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের সঙ্গে রয়েছেন। তবে বর্ধিত সংখ্যক তরুণ ও নতুন ভোটারদের কাছে আকর্ষণীয় হয়, মোদি এমন কিছু সামনে তুলে ধরে তাঁর গতানুগতিক ভিত্তিভূমি বেশ ভালোভাবেই সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।
অবস্থাটা এখন যেন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব এশিয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই সময়টায় দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে একনায়কতান্ত্রিক নেতাদের অধীনে দীর্ঘ সময় ধরে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন মূল্যস্ফীতির বলয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। এই নেতারা সত্যিকারে অবাধ নির্বাচনের পথ খুলেছিলেন তাঁদের দেশ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার পর।
মোদির অধীনে ভারত তুলনামূলকভাবে তেজি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নিম্ন ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যা অনেকটাই সেই পূর্ব এশিয়ার প্রথম দিকের উন্নয়ন ধাঁচের মতো। সেই সঙ্গে রয়েছে ক্রমাগত ফুলে ওঠা শেয়ারবাজার, ঝলমলে অবকাঠামো প্রকল্পের বিস্তার এবং নতুন সব ডিজিটাল পাটাতন, যা বিভিন্ন কল্যাণমূলক সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে ভূমিকা রাখছে।
মোদির গণমাধ্যম যন্ত্র দেশের মধ্যে ক্রমাগত এটা বুঝিয়ে যাচ্ছে যে তাঁর সক্রিয় পদক্ষেপের কারণেই বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ম্যানহাটানে বসবাসকারী ধনাঢ্য প্রবাসী ভারতীয়—সবার কাছ থেকে আমিও এ কথাই শুনতে পেয়েছি বিভিন্ন সময়ের সফরে।
অবশ্য বাইরের দেশের কারও কাছে এটা উপলব্ধি করা কঠিন যে একটি উদীয়মান দেশের জন্য বৈশ্বিক মর্যাদা ও অবস্থান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। সেই পুরোনো কৌতুকটা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনজন লেখককে তাঁদের পছন্দের একটা বিষয়ে লিখতে বলা হলো। ব্রিটিশ লেখক লিখলেন যে কীভাবে দুনিয়া শাসন করতে হয়, আমেরিকান লেখক লিখলেন যে কীভাবে টাকা বানাতে হয় আর ভারতীয় লেখক লিখলেন যে দুনিয়া ভারত সম্পর্কে কী চিন্তা করে।
এ যুক্তি তো দেওয়াই যায় যে মোদির আগে থেকেই ভারতের উত্থান শুরু আর তা হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে কংগ্রেসের নেওয়া অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সুবাদে। ২০১৪ সালে যখন মোদি ক্ষমতায় আসেন তখন ভারত তো বিশ্বের দশম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে গেছে। এখন অবশ্য অতীতের ওই সব অর্জনকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে আর কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়টাকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে দুর্বল নেতৃত্ব, ব্যাপক দুর্নীতি আর নাজুক অর্থনীতির কাল হিসেবে।
এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পিউ রিসার্চ জরিপে ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা এমন একজন 'শক্তিশালী নেতার' পক্ষে সমর্থন দিয়েছে, যিনি 'সংসদ বা আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।' মোদির ক্ষমতায় থাকার প্রথম বছরগুলোয় এ ধরনের উত্তরদাতার হার ছিল প্রায় ৫৭ শতাংশ। এটাই ছিল পূর্ব এশিয়ার দর-কষাকষির নির্যাস এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এটাকে মেনে নেওয়া সহজ করেছিল।
পশ্চিমা বিশ্বের সরকারগুলো ভারতে তেজস্বী চীনের বিপরীত শক্তি হিসেবে দেখতে আগ্রহী। আর তাই তারা নাগরিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে আলাপচারিতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীরবই থাকছে। আর তাই মোদি যে একটি শক্তিশালী ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গড়ে তুলছেন, যা ভারতের ভাবমূর্তি সমুন্নত করছে—এই দাবি নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ ভোটাররাও খুঁজে পাচ্ছেন না।
অনেক উদারপন্থী ভারতীয় এখন সেই ভাষাতেই কথা বলছেন, যেটা আমি পূর্ব এশিয়ায় শুনতে অভ্যস্ত। তাঁরা বলছেন যে ভারতে এখনো 'কথা বলার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কথা বলার পর স্বাধীনতা নেই।' বেছে বেছে শাস্তির মুখে পড়ার ভয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রায় কেউই আর এমন কিছু বলেন না যা সরকারের ন্যূনতম সমালোচনা হয়ে যায়। দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত বা বিচারের মুখোমুখি হওয়া ৯৫ শতাংশ রাজনীতিবিদই বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের।
তারপরও ভারতীয় গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে, এমনটা এখনই বলা বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সমালোচকেরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, বিজেপির সাংগঠনিক পেশিশক্তি এবং মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অপব্যবহারকে মোদির উত্থানের পেছনে মূল চালিকা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যকে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করা যায় মোদির ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও আবেদন দিয়ে। যেসব রাজ্যসভার নির্বাচনের ব্যালটে মোদির নাম ছিল না, সেসব নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ভালো করতে পারেনি। ভারতের ২৮টি প্রদেশের প্রায় অর্ধেক শাসন করলে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল। ভারতের গণতন্ত্র মন্দাদশায় পতিত হয়েছে, কিন্তু এখনো অকেজো হয়ে পড়েনি। ভোটাররা এখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি কিনে নিতে সম্মত হয়েছেন। তবে এই বিকিকিনির সমঝোতাটা কিন্তু মোদির সঙ্গে। আর তাই এটা তত দিন বজায় থাকবে, যত দিন মোদি ক্ষমতায় থাকবেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুফল সরবরাহ করে যেতে পারবেন।

রুচির শর্মা রকফেলার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ার। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনুবাদ

গাজা যুদ্ধ বন্ধে এখনই বড় সুযোগ

দাউদ কাত্তাব

ইরান গেল শনিবার যে রাতে ইসরায়েলের বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থান ও দখলকৃত পশ্চিম তীরের ইহুদি বসতি নিশানা করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা করে, সে রাতে বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের কেউ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছে—এমন কথা কল্পনা করা কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, জর্ডান এবং যুক্তরাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসব ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্রের প্রায় সবগুলোকে আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আসলে ১ এপ্রিল দামেস্কের ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েল বোমা হামলা চালিয়ে ইরানের সামরিক বাহিনীর সাতজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ মোট ১৩ জনকে হত্যা করার সময়ই তেহরানের এই নজিরবিহীন হামলার 'ট্রিগার' টিপে দেওয়া হয়েছিল। ইসরায়েলের ওই হামলা ছিল ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশনের কূটনৈতিক সম্পর্ক অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
ইসরায়েলের ওই হামলা ইরানকে সামরিক প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করেছে। ইরান এ ক্ষেত্রে কোনো প্রক্সি শক্তির সহায়তা না নিয়ে সরাসরি নিজেই আঘাত করেছে। ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করে দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলাও সরাসরি ইরানের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা। ফলে সার্বভৌমত্ব রক্ষার অভিপ্রায় ইরানকে ইসরায়েলে আঘাত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে এই বিপজ্জনক উত্তেজনাকর ঘটনাই এখন শাপে বর হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। এই হামলার কারণে আঞ্চলিক অস্ত্রবিরতির সম্ভাবনাকে জোরালো করেছে। বিশেষ করে গাজা যুদ্ধের ইতি টানা, ইসরায়েল-ইরানের পাল্টাপাল্টি শক্তি প্রদর্শন বন্ধ এবং লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুতিদের আক্রমণের সমাপ্তির বড় সুযোগ করে দিয়েছে ইরানের এই হামলা। উভয় শিবিরেরই সামরিক সক্ষমতা দেখানোর সামর্থ্য থাকলেও অনুমান করা যাচ্ছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সতর্কবার্তা মেনে নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে এখনই প্রতিশোধ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে এ অঞ্চল একটি 'অস্বস্তিকর ভারসাম্যের' দিকে যেতে পারে। স্নায়ুযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায়, সন্ত্রাসের ভারসাম্যও অনেক সময় সন্ত্রাস ঠেকাতে শক্তিশালী প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে।
এই সংকীর্ণ সুযোগটিকেই কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে শক্তিশালী ও বাধ্যবাধকতাভিত্তিক একটি প্রস্তাব পাস করতে হবে। সেই প্রস্তাবে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে হবে।
ইসরায়েল ও ইরানের বাইরেও প্রস্তাবটি এই অঞ্চলের সব দেশ এবং তৃতীয় পক্ষের যোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে হবে। এই বাধ্যবাধকতামূলক প্রস্তাবটির মাধ্যমে অবশ্যই বর্তমান আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার ভরকেন্দ্র গাজা যুদ্ধকে প্রধান সমস্যা হিসেবে আমলে নিতে হবে এবং তার সমাধান করতে হবে। গত ২৫ মার্চের প্রস্তাবের (যেখানে ভোট দেওয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিরত রেখেছে) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই গাজায় ইসরায়েলের চলমান বোমাবর্ষণ বন্ধ করার এবং হামাসের হাতে আটক হওয়া সব ইসরায়েলি জিম্মি ও বন্দীদের মুক্তির দাবি জানাতে হবে। আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে নেওয়া প্রস্তাবটি ইসরায়েলের হাতে আটক ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সুযোগও এনে দিতে পারে। একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ-ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদকে অবিলম্বে জাতিসংঘ সনদের ৭ অধ্যায়ের অধীনে সমগ্র অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করতে হবে এবং তা পাস করার জন্য ভোট দিতে হবে। সেই নতুন প্রস্তাবে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধানকে মাথায় রাখতে হবে এবং ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিশদ রোডম্যাপ দাঁড় করাতে হবে। সৌদি আরব যেমনটা বলেছে: ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পূর্বশর্ত হলো একটি বিশ্বাসযোগ্য 'সমাধানের পথ'। ছয় মাস ধরে বাইডেন প্রশাসন নিজ দেশে প্রগতিশীল ও আরব আমেরিকান ভোটারদের সমর্থন হারানোর পরও একচেটিয়াভাবে ইসরায়েলকে গাজা যুদ্ধে সমর্থন দিয়ে গেছে। কিন্তু এখন বাইডেন প্রশাসনকে অভ্যন্তরীণ চাপ কমানোর জন্য হলেও ইসরায়েলকে যুদ্ধ থেকে সরে আসতে বলতে হবে।

সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ

নাগাল্যান্ডের ছয় জেলায় কেউ-ই ভোট না দেওয়ার নেপথ্যে

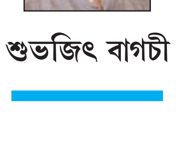

শুভজিৎ বাগচী

ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এমন এক ঘটনা ঘটল, যা অতীতে কখনো শোনা যায়নি। লোকসভার প্রথম ধাপের ভোটে পূর্ব নাগাল্যান্ডের ছয় জেলায় ৪ লাখ ৬৩২ ভোটারের মধ্যে কেউ ভোট দেননি। নির্বাচন কমিশনের এক কর্মকর্তা অবশ্য দাবি করেন, দু-একজন ভোট দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু শতাংশের হিসাবে তা শূন্য।
সুতরাং বলা যায়, ওই ছয় জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শূন্য শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন অথবা কেউই ভোট দেননি। এটা ভারতে অতীতে কবে ঘটেছে, তা চট করে বলা সম্ভব নয়।
ভোট বর্জনের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছয় জেলায় যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, বর্জন সফল হওয়ার পরে আজ শনিবার সকালে তা তুলে নেওয়া হয়েছে। যে সংগঠনের ডাকে ভোট বর্জন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এবং তা সফলভাবে গতকাল শুক্রবার ভোটের দিন পালন করা হয়েছে, সেই সংগঠনের নাম ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও)। ইএনপিওর ডাকা কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছিল ছয় জেলার একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।
পূর্ব নাগাল্যান্ডের যে ছয় জেলায় ভোট বর্জনের এমন অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হচ্ছে কিপিরে, লংলেং, মোন, নকলাক, শামাটোর ও টুয়েনসাঙ।
নাগাল্যান্ডের মোট ১৩ লাখ ২৫ হাজার ভোটারের মধ্যে ৪ লাখ ৬৩২ অর্থাৎ ৩০ শতাংশ ভোটার এই ছয় জেলার বাসিন্দা।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ওই অঞ্চলে ভোট নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা ৯ ঘণ্টা বুথে অপেক্ষা করেন। কিন্তু কোনো স্থানীয় মানুষ ভোট দিতে আসেননি।
এই পরিস্থিতিকে সংকটজনক বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন। কারণ, এই ঘটনা স্মরণকালের মধ্যে ঘটেনি। নির্বাচন কমিশনের সূত্র বলছে, এমন পরিস্থিতির জন্য তারা প্রস্তুতও ছিল না।
নির্বাচন কমিশনের এক কর্মকর্তা স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, 'এমন কিছু একটা ঘটতে পারে, এ ধরনের কোনো তথ্য প্রশাসনিক সূত্রে আমাদের আগে জানানো হয়নি। তারা জানালে আমরা বিষয়টি নিয়ে অন্যভাবে ভাবতাম, প্রচার-প্রচারণা চালাতাম বা ব্যবস্থা নিতাম।'
মাওবাদী-অধ্যুষিত মধ্য ভারতের বস্তার ডিভিশনেও গতকাল প্রথম ধাপের নির্বাচন ছিল। সেখানে ৬৪ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। নাগাল্যান্ডে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ।
নাগাল্যান্ডে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখ্য কর্মকর্তা আর ভায়াসান গতকালই একটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়ে ইএনপিওর কাছে জানতে চেয়েছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় নির্বাচন ব্যাহত করার জন্য কেন ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এই নোটিশের উত্তরও ইএনপিও নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে আজ শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এক বিবৃতিতে ইএনপিও জানিয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য যে ধর্মঘটের ডাক তারা দিয়েছিল, তা তুলে নেওয়া হলো।

কেন ভোট দিলেন না চার লাখ ভোটার

নাগাল্যান্ডের বিধানসভায় যে সরকার রয়েছে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সেই সরকারের প্রধান শরিক দল।
ইএনপিও এক দশকের বেশি সময় ধরে নাগাল্যান্ডের ছয় অনুন্নত পূর্বাঞ্চলীয় জেলা নিয়ে একটি ভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চল 'ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটরি' (এফএনটি) গঠনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। কার্যত এর অর্থ একটি ভিন্ন রাজ্য। ইএনপিও ওই অঞ্চলের সাতটি আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি সার্বিক সংগঠন।
নাগাল্যান্ডের এই সাত আদিবাসী গোষ্ঠী হলো কনিয়াক, চাং, ইমখিয়াং, শ্যাংট্যম, ফোম, খিয়ামনিউনগান ও টিখির। এই ৬ জেলার সাত আদিবাসী গোষ্ঠী নাগাল্যান্ডের ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০টিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।
ইএনপিও দীর্ঘ এক দশক ধরে অনুন্নত পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর জন্য আলাদা প্রশাসন ও সম্ভবত রাজ্যের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি তাদের তৎপরতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
নাগাল্যান্ডের অন্য অঞ্চলের বিশেষত রাজধানী কোহিমাভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এবং ছাত্রসংগঠনের নেতারা এই শক্তিবৃদ্ধির একটি ব্যাখ্যা প্রথম আলোকে অতীতে দিয়েছেন। এই ছাত্রসংগঠনের কিছু কিছু নেতা বর্তমানে নাগাল্যান্ডের বাইরে রয়েছেন। কারণ, তাঁদের বিরুদ্ধে নানা মামলা রাজ্যে চলছে।
এসব ছাত্রসংগঠনের এক নেতা সম্প্রতি মুম্বাই থেকে টেলিফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, নাগাল্যান্ড সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কারণ, নাগাল্যান্ডের প্রধান বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাজনৈতিক শক্তি এনএসসিএনআইএম (ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-আইজ্যাক মুইভা) ভারত সরকারের সঙ্গে 'ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট' সই করেছে। কিন্তু ২০২৪ সালে এসে ভারত সরকার দেখতে পাচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ, এনএসসিএনের প্রধান দাবি তাদের পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা ইত্যাদি থেকে সরে আসেনি।
এনএসসিএনআইএম এসব সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, গত ১০ বছরে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এটা বুঝতে পেরে ঘুমিয়ে থাকা ইএনপিওকে জাগিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার।
ইএনপিওকে চাঙা করে এটা বোঝানোর চেষ্টা করে, নাগারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজিত এবং এনএসপিএন যে দাবি তুলেছে, গোটা নাগাল্যান্ড সেই দাবিতে মোটেই সংঘবদ্ধ নয়। ফলে নাগাল্যান্ডের পৃথক পতাকা বা সংবিধান দেওয়া যাবে না। এখন ইএনপিও বুঝতে পেরেছে, তারা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মাথা তুলেছে।
ইএনপিওর এই শক্তি বৃদ্ধির কারণেই গতকাল নাগাল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় ছয় জেলায় কেউই ভোট দিতে যাননি। বিপদ বুঝে ভারত সরকারেরই সংস্থা জাতীয় নির্বাচন কমিশন এখন ইএনপিওকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

সন্দেশখালিতে তদন্তে হাজির সিবিআইয়ের ১০ জনের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির দায়িত্বে সিবিআই তদন্তভার পাওয়ার পর এই প্রথম ১০ জনের সিবিআই আধিকারিক যান সন্দেশখালিতে।৫,ই জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি আক্রান্ত হওয়ার পর ১০০ দিনের অর্থাৎ ১০ই এপ্রিল মাথায় এই তদন্তভার পায় সিবিআই।

সন্দেশখালিতে ইতিমধ্যে সিবিআই নিজস্ব একটি পোটাল খোলা হয়েছে। সেখানে সন্দেশখালির মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ, নারী নির্যাতন ,জমি লুট সহ একাধিক জানাতে পারবে। ইতিমধ্যে সিবিআই সূত্রের খবর বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে সিবিআই - এর ওয়েবসাইটে। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার ১০ জনের সিবিআই আধিকারিক সন্দেশখালি থানার সুন্দর খালি কর্ণ খালি, মাঝেরপাড়া, পাত্র পাড়া, নতুন পাড়া সহ একাধিক পাড়ায় গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে সত্যতা জানার চেষ্টা করেন। সন্দেশখালি কান্ড নিয়ে ইতিমধ্যে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমান ও নেজাট থানার পুলিশ আধিকারিক কাছ থেকে সিবিআই তথ্য নিতে এসেছিল চলতি মাসের ১৬ই এপ্রিল। তারপর এই প্রথম সন্দেশখালিতে সিবিআই প্রতিনিধি দল ।প্রসঙ্গত বসিরহাট পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে নেজাট ও সন্দেশখালি থানার দশটি জায়গায় পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল সেখানে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছিল সেই অভিযোগগুলো সিবিআই আধিকারিকরা রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে হস্তান্তর করে নিজের দায়িত্বে নেন। তারপর আজ সেই অভিযোগের সত্যতা জানতে সন্দেশখালিতে হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন, সঙ্গে কেন্দ্র বাহিনীকে নিয়ে।

সাজদা-র সমর্থনে প্রচারে জেলা সভাপতি

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: কয়েকদিন আগেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন আগামী ২০শে এপ্রিল থেকে পুরোদমে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ।শনিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে উলুবেড়িয়া লোকসভার উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের সিংটী,পাঁচারুল,হরালী উদয়নারায়নপুর,আরডিএ এবং কুড়চী শিবপুর এলাকায় হুডখোলা গাড়ীতে করে চেপে প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ। সঙ্গে ছিলেন ওই কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ। প্রার্থীর পাশাপাশি বাগনান কেন্দ্রের খালোড় অঞ্চলের একাধিক এলাকায় সাজদা-র সমর্থনে প্রচার সারেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন। এছাড়াও ছিলেন হাওড়া গ্রামীন জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক পঞ্চানন দাস,বাগনান কেন্দ্রের দলের সভাপতি নয়ন হালদার, বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সমীর সামন্ত,যুব সভাপতি বিশ্বজিত পাল প্রমুখ।

কাঁথি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী উর্বশী ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: লোকসভা ভোটে এবার বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ একটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস।শনিবার ওড়িশার তিন আসন-সহ বাংলার কাঁথি লোকসভা আসনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। বাংলার ৪২ আসনের মধ্যে অন্যতম হাইভোল্টেজ আসন হল কাঁথি। এই এলাকাকে এককথায় অধিকারী পরিবারের গড় হিসেবে ধরা হয়। শান্তিকুঞ্জের অভিভাবক শিশির অধিকারী দীর্ঘদিন কাঁথির সাংসদ থেকেছেন।তবে এবার কাঁথি থেকে প্রার্থী হয়েছেন সৌমেন্দু অধিকারী।তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই।এবার সেই জায়গায় কংগ্রেস প্রার্থী করেছে উর্বশী ভট্টাচার্যকে, পেশায় আইনজীবী উর্বশী ভট্টাচার্যের কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। বাংলার রাজনীতিতে সেভাবে পরিচিত মুখ না হলেও, কংগ্রেসি ঘরানার,তবে রাজনীতিতে বহুকাল ধরে রয়েছেন তিনি। কংগ্রেসের দিল্লি নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে চর্চা রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বঙ্গ রাজনীতিতে একেবারে সামনের সারিতে না থাকলেও, রাজনীতির আঙিনায় একেবারেই নবাগতা নন,এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। এবারের লোকসভা ভোটে হাইভোল্টেজ কাঁথিতে সেই উর্বশী ভট্টাচার্যের উপরেই ভরসা রাখল হাত কংগ্রেসের দিল্লির নেতৃত্ব গণ। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে এবারের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিককে।

প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ শিবিরের খাবারে পোকা, চাঞ্চল্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রশিক্ষণে প্রিসাইডিং অফিসারদের দেওয়া খাবারে পোকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেট জাত খাবার, প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রিসাইডিং অফিসাররা ।

এ রাজ্যে মিড ডে মিলের মান নিয়ে বারেবারে প্রশ্ন ওঠে। মিড ডে মিলের খাবারে পোকা, টিকটিকি মেলার ঘটনাও ঘটে আকছার।

কিন্তু নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারদের খাবারেও পোকা। দেওয়া হল মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেট জাত খাবারও। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। বাঁকুড়া খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে প্রশাসন। খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়েরের নির্দেশ।

বাঁকুড়া জেলায় ভোটগ্রহণ ২৫ মে। তার আগে এখন জেলার বিভিন্ন মহকুমা শহরে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে। আজ বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা এলাকার প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন প্রায় ৮০০ জন প্রিসাইডিং অফিসার। দুপুরে প্রশিক্ষণের ফাঁকে প্রশাসনের তরফে টিফিন দেওয়া হয় প্রত্যেককে। টিফিন হাতে পেয়ে অনেকে খেতে শুরু করেন। এরপরই নজরে আসে টিফিনে দেওয়া পেটিসের ভেতর কিলবিল করছে পোকা। ওই টিফিনেই থাকা প্যাকেটজাত খাবারের একাংশ মেয়াদ উত্তীর্ণ। এই খাবার খেয়ে কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। ঘটনার কথা শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন খাতড়ার মহকুমা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। দ্রুত প্রিসাইডিং অফিসারদের বিকল্প খাবারের ব্যাবস্থা করার পাশাপাশি খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফ আই আর এর নির্দেশ দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রিসাইডিং অফিসারদের দাবী বরাত পাওয়া সংস্থার কাছ থেকে এক শ্রেণীর আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ কাটমানি নেওয়ার ফলেই এমন নিম্ন মানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন বিক্ষোভকারী প্রিসাইডিং অফিসাররা।

কলকাতার ৫৬ নং ওয়ার্ডে ভাঙা হল বেআইনি বাড়ির কিছু অংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দেরিতে হলেও কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে এনটালির ৫৬নং ওয়ার্ডের মতিঝিল বস্তির ৪/এইচ/৭ , কনভেন্ট লেনের বেআইনি বহুতল ভবনে কিছু অংশ ভাঙ্গা হল।অভিযোগ প্রোমোটর মহম্মদ নাসিম এর এই বাড়িটি জি প্লাস ২ অনুমোদন, কিন্তু নির্মাণ করা হয়েছে জি প্লাস ৬। শুধু তায় নয় এলাকায় ৪/২ টি,৪/৫৬ কনভেন্ট লেন সহ অসংখ্য বেআইনি বিল্ডিং ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে নাসিমের ঔদ্ধত্যে। পুরসভার জায়গা ও রাস্তা দখল করে এবং পাশের বাড়ির জমি জোর করে দখল করে বহুতল নির্মাণ করার মত ভয়ানক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।নারীঘটিত কুকর্মেও তিনি যে দায়ি সেটাও বলেছেন বেশকিছু মহিলারা।

বলা ভাল গার্ডেনরীচের বেআইনি বহুতল ভবন যেভাবে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছিল সেই ঘটনাও ঘটতে পারে বলে নাগরিক সমাজ জানিয়েছেন।

পুলিশ প্রসাশনের এই ভুমিকাকে অঞ্চলের মানুষ প্রশংসা করেছেন।তাদের দাবি এলাকায় সমাজবিরোধী কাজকর্ম ও গুন্ডা রাজ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রোমোটার নাসিমের জন্য।বাড়ি তৈরি করার জন্য ভাড়াটেদের কাছ থেকে ছয় মাসের সময় নিয়ে ৮-১০ বছর হলেও তাদের এখন ঘর ফিরে দেয়নি প্রোমোটার। ঘরের জন্য কিছু বলতে গেলেও গুন্ডা দিয়ে তাদের মারধরের অভিযোগ করেছেন আসমা বেগম সহ অনেকেই। মহম্মদ রাজু সহ বেশ কিছু ভাড়াটে নাসিমের পেশি শক্তির শিকার। স্থানীয় পৌরপিতা ও মেয়র পারিষদদের সদস্য স্বপন সমাদ্দার বলেছেন এলাকার বেআইনি বহুতল ভাঙ্গার ক্ষেত্রে আইন নিজের পথে চলবে। বলা ভাল এলাকায় বহুতল ভবনের সাম্রাজ্যে গুলি আকাশ ছুঁয়েছে। রাতের অন্ধকারে প্লাস্টিক বা ত্রিপল ঘিরে দিব্বি কাজ চলছে। দুর্বল ভিতের ওপরে বহুতল গুলো যে কোন মুহুর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা।গরিব মানুষেরা যারা ঘর পাইনি কিংবা টাকা শোধ করে এখনও পজিশন পাইনি তাদের দুঃখের কথা প্রসাশনের ভাবা উচিত,দাবি আসগরের। এলাকার কিছু মানুষ নাসিমের অফিস ঘেরাও করলে কিছু দুষ্কৃতী দিয়ে তাদের টাইট করার কথাও লোকমুখে শোনা যায়। ফলে এলাকার শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বেআইনি বহুতল নির্মাণের কাজ বন্ধ করার জোর দাবি উঠেছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিও বড়ো করে দেখা দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পরও নাসিমের ঔদ্ধত্যে এই কাজ চলছে!

বিজেপি প্রার্থীকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক পারদ বৃদ্ধি পাচ্ছে,ভোট প্রচার শুরু করেছে জোর কদমে সব রাজনৈতিক দল। সেই মত মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরী শংকর ঘোষ ভোট প্রচারে আসেন জলঙ্গীতে তার পরে চোয়াপাড়া অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে ভোট প্রচার শুরু করেন, পরে জলঙ্গী অঞ্চলে ভোট প্রচার শুরু করে শেষের মুহূর্তে বেশ কিছু যুবক কালো পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপি প্রার্থী গৌরী শংকর ঘোষ কে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ভোট প্রচারে আসেন বিজেপি প্রার্থী গৌরী শংকর তার ভোট প্রচার চলা কালীন হটাৎ বেশকিছু যুবক জলঙ্গী অঞ্চলের কালী মন্দিরের কাছে তারা কালো পতাকা নিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে এবং ঘটনায় বিজেপি কর্মীরা ছুটে পালিয়ে যায় ।এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনা স্থলে জলঙ্গী থানার পুলিশ পৌঁছিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী গৌরী শংকর বলেন আমার পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জলঙ্গিতে ভোট প্রচার শুরু করি তার পরে ভোট প্রচার শেষের মুহূর্তে বেশ কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা কালো পতাকা নিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের অশান্তি করা কাজ তাই তাদের ওই ঘটনায় কোনো উত্তর না দিয়ে আমার পরবর্তী কর্মসূচিতে বেরিয়ে যাই। যদিও ওই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করার কথা জানান গৌরী শংকর। তিনি আরো বলেন আমাদের দুই জন বিজেপি কর্মীকে হেনস্থা করেছে তারা সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারকে জানাবো যাতে করে জলঙ্গিতে নির্বাচনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ঘটনায় তৃণমূলের জলঙ্গী ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ বলেন বিজেপি প্রার্থী গৌরী শংকর যে অভিযোগ করছেন তা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা। ওখানে আমাদের কোনো কর্মী বা সমর্থক যায়নি এবং কোনো দলীয় পতাকা ছিল না। তাদের নিজেদের মধ্য গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে তারই বহিরপ্রকাশ। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা বলেন প্রথমেই এই গো ব্যাক স্লোগানকে ধিক্কার জানাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে। সকল রাজনৈতিক দলের অধিকার রয়েছে ভোট প্রচার করা। কিন্তু বিজেপি আর তৃণমূল যেভাবে গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করেছে তাতে বোঝাযাচ্ছে দুই দলীয় একই,কারণ কিছু দিন আগে আমাদের নেতা অধীর চৌধুরী কে গো ব্যাক স্লোগান দিয়েছিল তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। আবারও এদিন নওদায় ভোট প্রচারে বেরলে অধীর চৌধুরীকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়।

সওকাত মোল্লার নামে পোস্টার এবার ভাঙড়ে

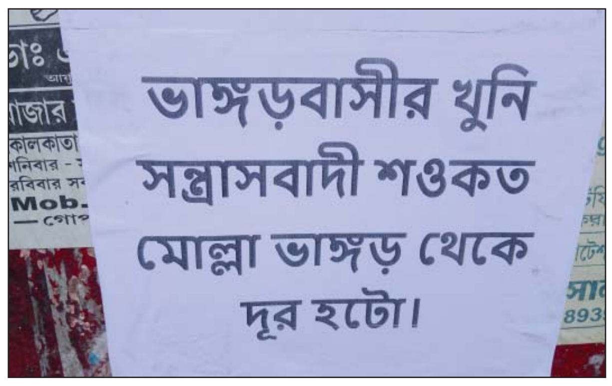

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভোটের আগে আবার জমে উঠেছে ভাঙড়। লোকসভা ভোটের আগে প্রখর তাপদাহকে উপেক্ষা করে ভোট প্রচারে সব রাজনৈতিক দল গুলি।শনিবার সকালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ভাঙড় বিধানসভার পোলেরহাট থানার শ্যামনগর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক ও ভাঙড়ের তৃণমূল অবজারভার সওকাত মোল্লার নামে পোস্টার পড়ে। আর এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।কারা এই ধরনের পোস্টার এলাকায় লাগিয়েছে তার নাম নেই। এই পোস্টারে রয়েছে সুগত বসু, কবীর সুমন,মিমি চক্রবর্তী এম পি হয়ে কি করেছে শওকাত মোল্লা সায়নী ঘোষ জবাব দাও। ক্যানিং ও জীবনতলা থেকে লোক এনে ভাঙড়ের সন্ত্রাস করে খুন করলো সেই খুনের দায়ে আরাবুল জেলে। শওকাত মোল্লা বাইরে কেন, প্রশাসন জবাব দাও।মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা স্বীকৃত বোমা গুলির মাস্টার মাইন্ড শওকাত মোল্লার এই ভাঙড়ে ঠাই নাই। উল্লেখ্য ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক আই এস এফ এর চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি।ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম জেলে।পুরো দায়িত্ব সওকাত, কাইজারদের হাতে।

আরাবুলকে জেল থেকে মুক্তির দাবিতে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে আরাবুল ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। আর তার পরে এই পোস্টার এলাকায় পড়ায় অনেক কিছুই গুঞ্জন এলাকায় ঘুরছে।তবে সওকাত পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দাবি তাদের নেতাকে বদনাম করার জন্য এগুলো করা হয়েছে।তবে পুলিশ সমস্ত কিছুর ওপর নজর রেখেছে বলে জানা গেল।

রাহুলের দেওয়া পাঁচ গ্যারান্টি নিয়ে ময়দানে কংগ্রেসের মোস্তাক

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাহুল গান্ধির দেওয়া পাঁচ গ্যারান্টি নিয়ে ময়দানে কংগ্রেস।শনিবার উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র মোস্তাক আলম।

চাঁচল বিধানসভার তুলসীহাটা ও হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচার সারলেন।

কাঠফাটা রোদে হুড খোলা গাড়িতে বাম নেতৃত্বদেরকে সঙ্গে করে মাইক নিয়ে এদিন ভোট প্রচার করেন তিনি।মোস্তাক বলেন,রাহুল গান্ধী দেশবাসীকে পাঁচটি গ্যারান্টি দিয়েছে। কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে ‘রোজগার রেভ্যুলেশন’ আসবে। দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ৩০ লক্ষ সরকারি শুণ্যপদে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রশ্নফাঁস থেকে মিলবে মুক্তি,হবে কড়া আইন।

২৫ বছরের কম বয়সি ডিপ্লোমাধারী অথবা স্নাতকদের’প্লেসমেন্ট’দেওয়া হবে।বছরে এক লক্ষ টাকা করে পাবেন তাঁরা। গিগ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী। ‘যুবা রোশনি’-যোজনায় স্টার্ট আপের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করা হবে। ৪০ বছরের নীচে যুবরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।’ তিনি আরও বলেন,’কেন্দ্রের বিজেপি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়াই করছে।এবার উত্তর মালদহের মানুষ কংগ্রেসকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রচণ্ড গরমেও খলিলুরের ভোট প্রচার নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে নবগ্রামের তিনটি অঞ্চলে প্রচার সারলেন খলিলুর রহমান। সঙ্গে এদিনই ইন্দোর কর্মী সম্মেলন করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জানা যায় ,শনিবার প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যেই নবগ্রাম ব্লকের পাঁচগ্রাম, হজবিবিডাঙ্গা ও রসুলপুর অঞ্চলে জনসংযোগ কর্মসূচী করলেন ৯ নং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী খলিলুর রহমান । প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা ও বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন প্রথমেই নবগ্রামের বসিয়া মন্দির পরিদর্শন করেন খলিলুর রহমান সহ নেতৃত্ব। সংবর্ধিত করা হয় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে। অতঃপর তিনটি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে প্রচার করা হয়। প্রচারে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক সহ কর্মীরা। অন্যদিকে এদিনই বৈকালে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে নবগ্রামের অমৃতকুন্ড এলাকায় উন্নত, ঐক্যবন্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার ডাক দিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উপস্থিতে ইন্ডোর কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজর কারা।

সাঁইথিয়ায় পথ দুর্ঘটনার সিসি ফুটেজ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: শনিবার সন্ধ্যা ৭ টা ১৫ নাগাদ সাঁইথিয়ার কলেজ রোডে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হল এক মহিলা, আর শনিবার রাত্রি নটা নাগাদ সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হল সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। ভাইরাল হওয়া সেই সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যাচ্ছে শনিবার রাত্রি সাতটা ১৫ নাগাদ সাঁইথিয়া কলেজ রোডের রাস্তার ধারে এক মহিলা এক ব্যক্তির সাথে রাস্তার ধারে সাইকেলে চেপে কথা বলছিলেন আর সামনের দিক থেকে এক ট্রাক এসে সেই মুহূর্তে মহিলার ওপর চাপা দিয়ে দেয় আর ঘটনাস্থলেই গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে ওই মহিলা । ঠিক তারপর সেখান থেকে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য বলে জানা যায়।

কুমারগঞ্জে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে জনসভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী আসার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শনিবার হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান করা হয়।

পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা সম্পর্কিত নানা বিষয়গুলি ও খতিয়ে দেখা হয়। উল্লেখ্য, দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে একের পর এক নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত নাককাটি এলাকায় প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের হয়ে জনসভা করতে আসছেন তিনি। মুখমন্ত্রী আকাশপথে কুমারগঞ্জের সভায় আসবেন। তারই মহড়া হয়ে গেল এদিন। নাককাটি এলাকার মাঠে হেলিকপ্টার নামা-ওঠার ট্রায়াল রান করা হয়।

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বারোটা নাগাদ প্রথমে সভা করতে আসবেন কুমারগঞ্জে। তারপরে সেখান থেকে তিনি বালুরঘাটে সভা করার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে ঘিরে ব্লক জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে এখন সাজো সাজো রব।চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উজ্জ্বল বসাক জানান, ‘আমরা ৫০ হাজারেরও বেশি লোক জমায়েতের টার্গেট রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যেখানে আসুন না কেন উনি বক্তব্য রাখার সময় কুমারগঞ্জের কথা অবশ্যই উল্লেখ করেন। কুমারগঞ্জের মানুষের সঙ্গে, কুমারগঞ্জের সাংস্কৃতির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুমারগঞ্জের মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে সব দিক দিয়ে প্রস্তুত।’

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: শিক্ষা হল জীবিকার পথ
- নিবন্ধ: স্মরণে বরণে রফি আহমেদ কিদওয়াই
- অণুগল্প: শেষ বিকেলের গল্প
- বড় গল্প: একজন হত্যাকারীর অতিপ্রাকৃত জবানবন্দী
- ছড়া-ছড়ি: প্রিয় কাবা

পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিম জনজাতির মধ্যে একটি সামাজিক-আইনি অধ্যয়ন

শিক্ষা হল জীবিকার পথ

লোধা” মানে এক টুকরো মাংস। লোধা উপজাতি হল পশ্চিমবঙ্গের আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি যারা প্রধানত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, ঝাড়গ্রাম এবং উড়িষ্যার কিছু অংশে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সরকার তাদের “অপরাধী উপজাতি” হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। ১৯৫২ সালে স্বাধীনতার পর ভারত সরকার তাদের নাম পরিবর্তন করে “ডি-নোটিফাইড ট্রাইব” করে। লোধারা মূলত শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠী। লিখেছেন

ড. শান্তনু পান্ডা...

“কলম তরবারির চেয়ে শক্তিশালী”...... এই অভিব্যক্তিটি নির্দেশ করে যে লিখিত শব্দগুলি যে কোনও সহিংসতার চেয়ে চমকপ্রদ। তাই শিক্ষা এমন একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা শুধু যে কোনো ব্যক্তির ভাগ্য পরিবর্তন করে না, একটি জাতির ভাগ্যও পরিবর্তন করে। যে কোনো উন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থা সরাসরি নির্ভর করে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার ওপর। বিভিন্ন পণ্ডিতরা তাদের নিজস্ব উপায়ে শিক্ষা শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

ভারতের মহান চিন্তাবিদ ও সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: “শিক্ষা হল ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতার প্রকাশ, যা ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান”

অ্যারিস্টটল শিক্ষাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন: “সমাজের সদস্য হিসাবে সমস্ত অনুষদকে পূর্ণ মাত্রায় অনুশীলন করে তার লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষকে প্রশিক্ষণের একটি প্রক্রিয়া”।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে: “সর্বোচ্চ শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা আমাদের কেবল তথ্যই দেয় না বরং আমাদের জীবনকে সমস্ত অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে”

অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে: “ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে শিক্ষা নিছক জীবিকা উপার্জনের উপায় নয়; বা এটি শুধুমাত্র চিন্তার একটি নার্সারি বা নাগরিকত্বের জন্য একটি স্কুল নয়। এটি আত্মার জীবনে দীক্ষা এবং সত্যের সাধনা এবং পুণ্যের অনুশীলনে মানব আত্মার প্রশিক্ষণ”

সুতরাং উপরের সংজ্ঞা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শিক্ষা একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়ন দেয়।

এখানে উল্লেখ করা যোগ্য যে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতায়নের অর্থ হল তাদের অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ দেওয়া। ভারত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য রয়েছে এমন লোকদের জন্মভূমি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তফসিল উপজাতির অধীনে একটি উপগোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল এবং বিশেষ দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী (PVTGs) নামে নামকরণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ধেবর কমিশনে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল:

➢ প্রযুক্তির প্রাক-কৃষি স্তর
➢ নিম্ন স্তরের সাক্ষরতা
➢ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা
➢ একটি ক্রমহ্রাসমান বা স্থবির জনসংখ্যা

1975 সালে, ভারত সরকার তফসিল উপজাতির অধীনে একটি পৃথক বিভাগ হিসাবে সবচেয়ে দুর্বল উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয় এবং 52টি দলকে বিশেষ দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী (PVTGs) হিসাবে ঘোষণা করে, পরবর্তীতে 1993 সালে একটি অতিরিক্ত 23 টি গোষ্ঠী যুক্ত করা হয়। 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা 705টি তফসিলি উপজাতির মধ্যে 75টি বিশেষ দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী (PVTGs) রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে টোটো, বিহোর, লোধা নামে তিনটি (3) বিশেষ দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী (PVTGs) রয়েছে।

লোধা সম্পর্কে:

লোধা” মানে এক টুকরো মাংস। লোধা উপজাতি হল পশ্চিমবঙ্গের আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি যারা প্রধানত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, ঝাড়গ্রাম এবং উড়িষ্যার কিছু অংশে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সরকার তাদের “অপরাধী উপজাতি” হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। 1952 সালে স্বাধীনতার পর ভারত সরকার তাদের নাম পরিবর্তন করে “ডি-নোটিফাইড ট্রাইব” করে। লোধারা মূলত শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠী। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে ৯.৮% কৃষক শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাদের মধ্যে ৪৫.৫% কৃষি শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। মূলত লোধারা দুর্গম বনাঞ্চলের গভীরে এবং জঙ্গল দ্বারা আচ্ছাদিত পাহাড়ী রুক্ষ ভূখণ্ডের মধ্যে বাস করে তাই তারা তাদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য ফরেস্ট প্রোডাক্ট কালেক্টর (FPC) হিসাবেও কাজ করে। কখনও কখনও তারা শিকার এবং মাছ ধরার উপরও নির্ভরশীল। তাদের মাতৃভাষা লোধী হলেও তারা সাবলীলভাবে বাংলা বলতে পারে। দেখা গেছে যে তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ হিন্দু ধর্মকে অনুসরণ করে। লোধা সম্প্রদায়ও কিছু লাইনাল বহির্বিবাহী গোষ্ঠীতে বিভক্ত যেমন নায়েক, কোটাল, মল্লিক, মানিক, দণ্ডপাট, ভোক্তা, ভুইয়া ইত্যাদি। তাদের একটি অনন্য নৃত্য রয়েছে যা চ্যাং নামে পরিচিত। লোধাদের সাক্ষরতার হার খুবই কম .অর্থাৎ প্রায় 34.8%। শিক্ষার চর্চা এখনও এই জনগণের বিলাসিতা হিসাবে বিবেচিত হয়। লোধা সম্প্রদায়ের প্রথম মহিলা স্নাতক ছিলেন চুনি কোটাল।

লোধা শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশের সমস্যা:

শিক্ষা হল যে কোন সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য একটি শর্ত। তাই ভারতে তফসিলি উপজাতিদের শিক্ষার বিষয়ে সরকার বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। সময়ে সময়ে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি চালু করেছে। তাছাড়া, সুপ্রিম উন্নীকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের মামলায় আদালত আবার মোহিনী জৈন বনাম কর্ণাটক রাজ্যের মামলায় উল্লিখিত রায় পুনর্বিবেচনা করেছে এবং বলেছে যে যদিও শিক্ষার অধিকার স্পষ্টভাবে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত নয় তবে এটি জীবনের অধিকারের অন্তর্নিহিত। অনুচ্ছেদ 21 এর অধীনে শিক্ষার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই উন্নিকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের মামলা বিবেচনা করে এবং জনসাধারণের দাবির জন্য সরকারকে সাংবিধানিক সংশোধন আনতে বাধ্য করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারে পরিণত করতে। 2001 সালে একটি সংশোধনী বিল পাঠানো হয়েছিল যা 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের জন্য ধারা 21(A) প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিল। ভারতের পবিত্র সংবিধান অনুচ্ছেদ 21-A দ্বারা শিক্ষার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সংশোধিত 45 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ছয় বছর বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত রাষ্ট্র সবার জন্য প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করবে। তাই বলা যায়, বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য আইনের প্রতিনিয়ত প্রয়োজন ছিল। খসড়াটি শিক্ষার অধিকার বিল 2005-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। দরিদ্র শিশুদের জন্য 25 শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধানের বিষয়ে প্রধান বিরোধিতা বেসরকারি অনুদানবিহীন স্কুল থেকে এসেছিল। পরে, আবার বিলটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং সমস্ত রাজ্যে প্রচার করা হয়েছিল। অবশেষে, ভারত সরকার শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, 2009 পাশ করে এবং এটি 2009-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতিও পেয়েছে যা 6 থেকে 14 বছরের সমস্ত শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে যতক্ষণ না তারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে। পাড়ার স্কুল। 2010 সালে আইনটি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই আইনটি গুণগত মান উন্নত করার চেষ্টা করে এবং সমস্ত শিশুকে সমতা প্রদান করে। আজও এত চেষ্টার পরেও দৃশ্যকল্প কমবেশি একই রয়ে গেছে। লোধা শিশুদের শিক্ষা অর্জনে এখনও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

❖ যোগাযোগ সুবিধার অভাব: যেহেতু লোধারা বনাঞ্চলের গভীরে বাস করে যা মূলধারা থেকে অনেক দূরে, তাই নিয়মিত ক্লাসে যেতে এবং যোগদানের জন্য উপযুক্ত পরিবহন সুবিধা নেই। এমনকি বর্ষাকালে রাস্তাঘাট পানিতে প্লাবিত হয়ে শিশুর স্কুলে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিছু কিছু এলাকায় হাতির ভয়ও রয়েছে বলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কখনও কখনও হাতি খাবারের সন্ধানে তাদের আবাসিক এলাকা ঘেরাও করে লোধাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করত।

❖ উপযুক্ত শিক্ষক: শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার ব্যবধান রয়েছে। সরকার যে শিক্ষক নিয়োগ করে তাদের শেখানোর জন্য তারা উপজাতীয় ভাষার সাথে ভালভাবে কথোপকথন করে না। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে প্রধানত অ-উপজাতীয় শিক্ষকরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। উপজাতীয় এলাকার শিক্ষকদের সেই এলাকার নিয়ম, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই।

❖ শিক্ষার্থীদের মনোভাব: শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে অনীহা বোধ করে। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বাবা-মা উভয়েই হয় বনজ দ্রব্য সংগ্রহে নিয়োজিত অথবা নিকটবর্তী মাঠে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। তাই তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে নারাজ। এটাও দেখা গেছে যে তারা কাজের জন্য দূরে থাকার কারণে তাদের সন্তানরা তাদের নিয়মিত ক্লাসে যাচ্ছে কি না তা খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, শিশুরা যখন জানতে পারে যে তাদের সঙ্গী স্কুলে যাচ্ছে না এবং মাঠে খেলছে তারাও একই কাজ শুরু করে।

❖ পরিবারের পরিবেশ: আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা উল্লেখ করার যোগ্য তা হল পিতামাতার অশিক্ষা। আধুনিক বিশ্ব ও অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান নেই। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা অ্যালকোহল এবং অন্যান্য পানীয় পান করে এবং এই সমস্যা শিশুদের মধ্যে একটি মানসিক সমস্যা তৈরি করে এবং প্রায়শই এই সমস্যা তাদের পড়াশোনায় প্রতিফলিত হয়। লোধারা সবসময় বিশ্বাস করত শিক্ষার চেয়ে উপার্জন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক, তাই কাজ নয় খাবার নয়। যখন তাদের সন্তান ধীরে ধীরে বড় হয়, তখন তাদের বনে পাঠানো হতো বা বনের পণ্য সংগ্রহে তাদের বাবা-মায়ের সাথে যেতে হতো।

কেস স্টাডি:

তথ্যদাতার নাম: বনমালী নায়েক
বয়স: 39 লিঙ্গ: পুরুষ, শিশুর নাম: কালিয়া নায়েক, বয়স: 10 লিঙ্গ: পুরুষ
গ্রাম: পিরচোক ব্লক: সালবনি

তথ্যদাতা সূত্রে জানা গেছে, তার পরিবারে সদস্য রয়েছে ৫ জন। তারা বনজ পণ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। সকালে তিনি এবং তার স্ত্রী বনজ পণ্য সংগ্রহের জন্য বনের ভিতরে যান। তার ছেলের বয়স 10 বছর এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তিনি আরও জানান, তার ছেলে নিয়মিত স্কুলে আসে না। বিদ্যালয়টি প্রায় ৩ কিমি দূরে। সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এবং মাঝে মাঝে বন থেকে হাতি তাদের লোকালয়ে প্রবেশ করে এবং মানুষকে ধ্বংস বা হত্যা করে। শিশুটিকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়িতে কেউ নেই। তাছাড়া, তিনি এবং তার স্ত্রী দুজনেই নিরক্ষর তাই তারা তাদের সন্তানকে বাড়িতে পড়ালেখার বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন না। এমনকি সেখানে বিদ্যুৎ সুবিধাও নেই।

কেস স্টাডি:

তথ্যদাতার নাম: আকাশ নায়েক
বয়স: 32 লিঙ্গ: পুরুষ, শিশুর নাম: নিলাশা নায়েক, বয়স: 3 লিঙ্গ: মহিলা
গ্রাম: পিরচোক ব্লক: সালবনি

তথ্যসূত্রে জানা গেছে, তার পরিবারে ৩ জন সদস্য রয়েছে। তিনি অন্য ব্যক্তির ক্ষেতে দিনমজুর হিসাবে কাজ করেন এবং তার স্ত্রী বনজ পণ্য সংগ্রহকারী হিসাবে কাজ করেন। সেখানে তার শিশু ২ ঘন্টা অবস্থান করে এবং খাবার পায়। আইসিডিএস কর্মীরা খুবই অনিচ্ছুক এবং নিয়মিত কেন্দ্র খোলেন না। আইসিডিএস থেকে ফিরে আসার পর তার স্ত্রী সন্তানকে প্রতিবেশীর কাছে রেখে জঙ্গলে চলে যায়। তারা দুজনেই সন্ধ্যা সাড়ে চারটার দিকে কাজ থেকে ফিরে আসে। উভয়েই নিরক্ষর হওয়ায় তারা তাদের সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষাও শেখাতে পারে না।

কেস স্টাডি:

তথ্যদাতার নাম: গৌতম কোটাল,
বয়স: 37 লিঙ্গ: পুরুষ
শিশুর নাম: বিমল কোটাল,বয়স: 14 লিঙ্গ: পুরুষ
গ্রাম: পিরচোক ব্লক: সালবনি

তথ্যসূত্রে জানা গেছে, তার পরিবারে ৫ জন সদস্য রয়েছে। তিনি কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তার স্ত্রী বনজ পণ্য সংগ্রহ করে মহাজনের কাছে বিক্রি করে। তারা দুজনই খুব ভোরে কাজে গিয়েছিল এবং বিকেল ৪টার দিকে ফিরে আসে। তার ছেলের স্কুল আশেপাশেই কিন্তু বাচ্চাকে জোর করে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ নেই। তাই শিশুটি তার লেখাপড়া ছেড়ে দেয় যখন সে তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল এবং এখন সে তার মাকে বন থেকে সংগ্রহ করা পণ্যগুলি বাছাই করতে সহায়তা করে। তারা উভয়ই নিরক্ষর এবং বিশ্বাস করে যে শিক্ষিত হওয়ার পরেও তাদের ছেলেকে একই কাজ করতে হবে। তারা করে.

সুপারিশ

শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করলেও বাস্তব চিত্র কিছুটা ভিন্ন। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার ফলাফল নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে লেখক দ্বারা কিছু সুপারিশ করা হয়েছে:

◆ লোধারা এখনও শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে তাই সরকারের উচিত এই লোকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন সচেতনতা শিবির, পথনাটক, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া।

◆ শিক্ষার অধিকার আইনে সকলের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু সবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবেশাধিকারের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাই উচ্চশিক্ষায় সুষম প্রবেশাধিকার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

◆ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা এবং চাকরির সুযোগ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য যথাযথ কাউন্সেলিং কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

◆ শিক্ষার অধিকার আইন, 2009 এর সমস্ত নিয়মগুলি যথাযথভাবে মেনে চলছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যথাযথ তদন্ত দল গঠন করতে হবে।

◆ অর্থনৈতিক অবস্থাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা একটি শিশুর শিক্ষাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। প্রত্যেকেই তাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সরকারের।

◆ গ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং ক্রিয়াকলাপ এবং লোধা শিশুদের সঠিক মধ্যাহ্নভোজের নিয়মিততার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

◆ ICDS কেন্দ্রগুলিকে অবশ্যই সঠিকভাবে কাজ করতে হবে এবং যথাযথ ভবন এবং অন্যান্য শিক্ষণ শিক্ষার উপকরণ থাকতে হবে৷ এটা প্রকাশ পেয়েছে যে ICDS প্রধানত শিশুদের খাবার প্রদানের সাথে জড়িত নয় বরং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারে৷

উপসংহার

শেষে বলা যায় যে শিক্ষার চর্চা খুবই খারাপ যদিও সরকার তাদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। লোধারা মূলত বনজ পণ্য সংগ্রহের উপর নির্ভর করে এবং কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। যেহেতু লোধা অভিভাবকদের বেশিরভাগই নিরক্ষর তারা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে খুব আগ্রহ দেখায়। তাই তাদের শিক্ষার স্তরকে উন্নীত করার জন্য তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা উচিত।

লেখক: অধ্যাপক ও আদিম জনজাতি গবেষক

স্মরণে বরণে রফি আহমেদ কিদওয়াই

ডা. শামসুল হক

অভিজাত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম তাঁর। ইংরেজ আমলের এক জমিদার হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তাঁর পিতা। ছিলেন একজন সরকারী কর্মীও। তবে ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করলেও সেই সরকারের কাছে তিনি নিজেকে কখনও বিকিয়েও দেননি। আর নিজের ছেলেকেও তিনি মানুষ করেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই। তিনি হলেন স্বাধীনতা আন্দোলনেরই মহান সৈনিক রফি আহমেদ কিদওয়াই। পরিচিত ছিলেন সংগ্রামের এক মূর্ত প্রতীক এবং সফল একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবেও। নিজের দেশের মঙ্গল কামনায় সারাটা জীবন ধরে তাঁর সেই আপোষহীন সংগ্রামের কথা তাই এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গেই মনে রেখেছেন সমস্ত দেশবাসীও। শুধু তাই নয়, দেশের হতদরিদ্র কৃষক সমাজের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক বুনিয়াদকে মজবুত রাখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটিও ছিল না তাঁর।

১৮৯৪ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি জন্ম তাঁর উত্তর প্রদেশের বড়বাঁকী জেলার মাসাউনি গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরু গ্রামের স্কুলেই এবং তারপর তাঁর স্কুল পর্বের পড়াশোনা শেষ হয় সরকার পরিচালিত স্থানীয় একটা হাইস্কুল থেকেই।

স্কুলের পর শুরু হয় তাঁর কলেজ জীবন। ভর্তি হন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন অবশ্য সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচিত ছিল আলিগড় মহামেডান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, সেই নামেই।

১৯১৮ সালে সেখান থেকেই স্নাতক হন তিনি। তারপর ভর্তি হন আইন কলেজে। কিন্তু সেই পর্বের পড়াশোনা আর শেষ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কারণ নতুন সেই শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার কাজ চলাকালীনই পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য দেশের অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তখন তিনি এমনইভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তখন পড়াশোনায় আর মন বসানোও সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে এবং একটা সময় ভুলেও গিয়েছিলেন কলেজের পথও। আর সেই কারণে তখন ভীষণভাবে হতাশ হয়েছিলেন তাঁর পরিবারের সকল সদস্যরাও। স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্ত মঞ্চটাই তখন যেন চুম্বকের মতো আকর্ষিত করছিল সেই কলেজ পড়ুয়াকে। তাই একসময় সেই ঠিকানাটাকেই বেঁচে থাকার আসল উপায় বলেই ভেবে নিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি অবশ্য যোগাযোগ ছিল রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও। পরিচয় হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও এবং তারপর তাঁর হাত ধরেই শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন ধারাও।

১৯২০ সাল, রফি আহমেদ কিদওয়াই তখন বাইশ বছরের তরতাজা তরুণ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। নাম লেখান খিলাফত আন্দোলনে। তখন আবার তাঁর সামনে পথ প্রদর্শক হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীও। তাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঈপ্সিত লক্ষ্যেরই দিকে। ইংরেজ সরকারের নানান কাজকর্মে ভীষণভাবে ক্ষিপ্তও হয়ে উঠছিলেন তিনি। তাই তার বিরুদ্ধেই তখন চলছিল তাঁর আপোষহীন সংগ্রামও। আর

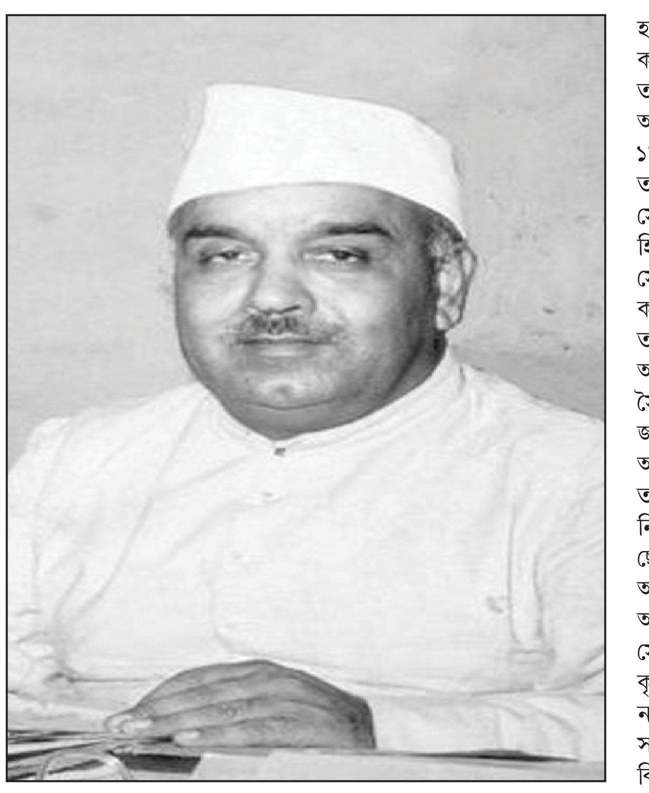

সেইসব সংবাদ সঠিক সময়ে পৌঁছে যাচ্ছিল ব্রিটিশ রাজ দরবারেও। ফলে ঘটনা যা ঘটার ঘটলও তাই। মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারও করা হল তাঁকে। নিক্ষেপ করা হল কারাগারের অন্ধকারেও। কিন্তু তাতে তেজ কমেনি রফি আহমেদের।

১৯২২ সালে মুক্তি পান তিনি। তারপর চলে যান এলাহাবাদে। সেখানে মতিলাল নেহেরুর সচিব হিসেবে কাজে যোগ দেন। আর সেইভাবে কেটে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা বছরও। কিন্তু সংগ্রামী মন তাঁর, তাই যখন তখনই সেই মন আবার ছুটে চলত সেইসব সৈনিকদেরই কাছে, যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। অতএব আর না, নিজের কর্তব্য তখন নিজে নিজেই ঠিক করেও নিয়েছিলেন তিনি। তাই সব কাজ ছেড়েই আবারও তিনি ফিরে আসেন তাঁর সেই পুরাতন আখড়াতেই।

সেইসময় আবার রায়বেরেলির কৃষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নানান ক্ষোভও। সেটা ১৯২৬ সালের কথা। একটা সময় বিদ্রোহের আগুন যখন একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন আর চুপচাপ বসে থাকেননি তিনি। সময় বুঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদেরই পাশে। তারপর সকলে মিলে জেহাদ ঘোষণা করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সেইসময় সেই সরকার গরীব চাষীদের উপর ধার্য করছিল মাত্রাতিরিক্ত খাজনাও। আর তারই প্রতিবাদে সেদিন সকলকে নিয়েই তিনি নেমে পড়েছিলেন একেবারে সম্মুখ সমরেই।

গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রফি আহমেদ সহ প্রতিবাদী আরও অনেককেই। আদালতে চালান করেও দেওয়া হয়েছিল। চলেছিল বিচারের নামে প্রহসনও। তারপর ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল রফি আহমেদ কিদওয়াই সাহেবকে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবারও দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে আসে সেই প্রত্যাশিত স্বাধীনতা। নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন দেশের সব প্রান্তের মানুষজনও। শুরু হয় নতুনভাবে দেশ গঠনের কাজও। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই মন্ত্রীসভারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিভাগ, যোগাযোগ দপ্তরের দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয় তাঁরই হাতে।

শুরু হয় নতুন জীবন। খুঁজে পান দেশ সেবার সেরা উপায়টিও। আর সেই ভাবেই অতি নিশ্চিন্তেই পৌঁছে যান সব শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ের অনেক কাছেও। কিন্তু সেইভাবে চলতে চলতেই হঠাৎই ঘটে বিশাল এক অঘটন। আসে সেই অভিশপ্ত ২৪ শেষ অক্টোবর, ১৯৫৪। সেদিন একটা জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি। মঞ্চেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাঁর। তারপরই বন্ধ হয়ে যায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও। মাত্র ষাট বছর বয়সেই এই পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নেন তিনি। তাঁর নিজের জন্মভূমিতে নিজস্ব গোরস্থানেই সমাহিত করা হয় তাঁকে।

দেশের কৃষক সমাজের জন্য তিনি চালিয়েছিলেন আজীবন সংগ্রাম। তাই তাঁর সম্মানার্থে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানেই ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ কৃষিক্ষেত্রেরই গবেষকদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গঠন করা হয় একটা নতুন কমিটি। আর তাঁদের মাধ্যমেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় পুরস্কারও। দুই বৎসর অন্তর অন্তর পদক এবং নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমেই সম্মানিত করা হয়ে থাকে সেই পুরস্কার প্রাপককে।

দেশের অনেক জায়গাতেই আছে তাঁর নামে অনেক রাস্তার নামকরণও করা হয়েছে । মুম্বাই শহরের ওয়াদালয়ে এবং কলকাতার ওয়েলিংটনের কাছের রাস্তার নাম রাখা হয়েছে তাঁরই নামে এবং সেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বেরও ।

একজন হত্যাকারীর অতিপ্রাকৃত জবানবন্দি

আহমদ রাজু

বড় গল্প

'ইরাম করে যদি চলতি থাহে তালি কয়দিন পরে হয়তো পুরো গাইদগাছি গ্রামডাই কুহুর শূন্য হয়ে যাবে। ওষুধ খাওয়ার জন্যি এট্টা কুহুরও খুঁজে পাওয়া যাবে না।' কথাটা বলে ফিক করে হেসে ওঠে ছবেদ মল্লিক। সে বরাবরই একজন রসিক মানুষ। সিরিয়াস কথার ভেতরেও রহস্য জুড়ে দেয়। যে কারণে সময়-অসময় হাসির রোল পড়ে যায় মোড়ের মাথার এই চায়ের দোকানে।

বাদ সাধে কাদের মেম্বার। সে সবেমাত্র বড় সাইজের একটা পানের খিলি জোর করে মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কথা বলতে না পেরে হাত ইশারা করে থামতে। তারপর মিনিট খানেক দু'পাটি দাঁত উপর নিচে করে দোকানের দক্ষিণ দিকে ঝুকে ফিচ্ করে পিক ফেলে। ততক্ষণে সবাই নীরব। কেউ কোন কথা বলে না। অথচ কিছুক্ষণ আগে সরগরম ছিল দোকানের সামনে পাতানো বেঞ্চগুলো। বয়সে অনেকের ছোট হলেও কাদের মেম্বারকে গ্রামের লোকে সমীহ করে, ভালবাসে। তবে কেউ কেউ যে ঘৃণা করে না একথা বলা যাবে না। যদি ঘৃণা না করবে তাহলে পরপর তিনবার বিজয়ী হাদু মেম্বারের সাথে মাত্র ষোল ভোটের ব্যবধান থাকবে কেন?

'কাহা তুমি ইডা কী কতা কলে?' বার দু'য়েক মুখের ভেতরে জমে থাকা পানের রস গিলে কথাটা বলল কাদের মেম্বার।

মেম্বারের কথা শুনে ছবেদ মল্লিক বোকা বনে যায়। নিজে কি কিছু ভুল বলেছে? আসলেইতো বেশ ক'দিন থেকে এলাকায় একটা কুকুরও দেখা যায় না। ঘরের উত্তর কোনায় চালতা গাছের নিচে প্রতিদিন যে খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয় তা সেভাবেই পড়ে থাকে। কেউ যেন ছুঁয়েও দেখে না। বরং সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় প্রতিনিয়ত। অথচ একসময় সেখানে কুকুরের দল সময়-অসময় খাবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে নিজেদের ভেতরে কামড়া কামড়ি করতো! তাদের যত্রতত্র দেখা যেতো, রাস্তার মোড়ে, উষাদের বাঁশ বাগানে, রান্নাঘরের পেছনে, মল্লিক বাড়ির উত্তর ভিটায়!

ছবেদ মল্লিকের মুখ দেখে নুরু মুন্সী বুঝতে পারে, মেম্বারের কথায় তার মনটা ছোট হয়ে গেছে। সে ছবেদ মল্লিকের সুরে সুর মিলিয়ে বলল, 'মেম্বার তুমি এলাকায় থাহোনা না কী? কয়দিন আগেও এহানে দু'চারটে কুহুর সবসুময় ঘুরাফিরা করতো। কেউ কিছু ফেললিই তারা হুমড়ি খায়ে পড়তো। এহন সারা এলাকা ঘুরে যদি এট্টাও খুঁজে পাও তালি আমার নাম তুমরা পাল্টায় রাখপা।'

যেদিকে পানের পিক ফেলেছিল সেদিকে ততক্ষণে একজন ইজিবাইক চালক এসে দাঁড়িয়েছে। কাদের মেম্বার তার ঘাড় আলতো করে ধরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে পিক ফেলে বলল, 'আমারে তো কথা কওয়ার সুযোগ দিবা; নাকি তার আগেই তুমরা বিচার বিশ্লেষণ করে ফ্যালবা? মেম্বার তো আমি, না কী?'

দু'জনের সম্মানে আর একবার ধাক্কা লাগে। তারা মুখ থেকে কোন কথা বের না করলেও পাশের একজন বলল, 'তাইতো; মেম্বাররে আগে কথা কতি দিতি অবে। অত বুঝলি চলবে ক্যানো?'

মেম্বার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। অল্প বয়সী একজনের উদ্দেশে বলল, 'এই এট্টু সরে বয় তো।' ছেলেটি উঠে পশ্চিম পাশের বেঞ্চে যেয়ে বসলে কাদের মেম্বার সেখানে বসে বলল, 'কাহা তুমি যিডা কয়ছো সিডা ঠিক না। কুহুর শূন্য অবে মানে কী; কুহুর শূন্যতো এহনি হয়ে গেচে। আমার দফাদার সেদিন সারা এলাকা ঘুরে এট্টাও কুহুরির অস্তিত্ব পায়নি। আমার বুজি আসে না, ফটকে একা অতগুলো কুহুর মারলো কীরাম করে?'

এই একই প্রশ্ন অনেকের মনের মাঝে ঘুরপাক খেলেও কোন উত্তরই মনোপূত হয় না। একটা মানুষের পক্ষে শতশত কুকুর কীভাবে মারা সম্ভব? তার প্রাণটাইবা কেমন? একবারও হাত কাঁপে না! অনেকেই বলে- ওর মাথা খারাপ। যদি মাথা খারাপ হয় তাহলে শুধু কী কুকুর মারার ক্ষেত্রেই? অন্য সব কাজে সে একদম স্বাভাবিক একজন কর্মঠ মানুষ। ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও আয় রোজগার একেবারে কম নয়। এর অর্থ এই নয় যে, বছরে দশ বিশ হাজার টাকা জমিয়ে রাখে। শুধু দিনটা তার চলে যায় এই যা। অন্তত ধার-দেনা তো করতে হয় না।

আগে একসময় ছিল গেরস্থরা বাড়িতে কুকুর-বিড়াল পুষতো। সেটা বেশি আগের কথা নয়- পনের বিশ বছর হবে হয়তো। এখন আর সে চল তেমন একটা দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ির কোনায় কোনায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা লাগানো। কুকুরের কাজ এখন ক্যামেরা দিয়ে করানো হয়। আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-কলকারখানার কথা না হয় বাদই দিলাম। সেখানেতো বিভিন্ন ইলেকট্রিক ডিভাইজের এলাহি কাণ্ড।

'ওর মারার কৌশোলই আলাদা। এক পাড়ার কুহুর মারতি খুব বেশি সময় লাগে না। ফুড়াডান পাউরুটির সাথে মিশেই দিলি কিছুক্ষণ পরে শ্যাস! ওর মনে এট্টুও নাড়া দেয় না! আমি বহুবার কইছি, ফটকে এবার ক্ষ্যান্ত হ। উপরে একজন আছে; সে কিন্তু সব দেখতেছে। এর শাস্তি একদিন না একদিন তোর পাওয়াই লাগবে। কার কথা কিডা শোনে।' চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল নুরু মুন্সী। 'এই নবি এট্টা পান দেতো?'

মেম্বারের বলতে যত সময় লাগলো তার আগেই নবি দোকানের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে তার দিকে একটা পানের খিলি এগিয়ে দেয়। মেম্বার সেটি হাতে নিয়ে মুখের ভেতর পুরে দুই আঙ্গুল দিয়ে ঠেসে দেয়। তারপর নিচের দিকে ঝুঁকে একটা পান থেকে বোটা ছিঁড়ে তাতে খানিক চুন মাখিয়ে হা করে দাঁতে লাগিয়ে বার কয়েক পেষণ দেয়। বলল, 'ইউনিয়ন পরিষদেরতে তারে অনডিং দিলিও থামানো যায়নি। অবশ্যই শুধু ওর দোষ দিয়া যাবে না; এলাকার মানষির দোষ একদম কম না।'

হঠাৎ রিং বেজে ওঠায় উঠে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল বের করে কথা বলতে বলতে আঁধারের মাঝে মিলিয়ে যায়।

মেম্বার একদম ঠিক বলেছে। ফটকে কুকুর মারতে পারে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তবে সে সবসময় ইচ্ছে করে মারে তা নয়। যে পাড়ায় কুকুরের উৎপাত বেশি সেখানেই তার ডাক পড়ে। কখনও কখনও এমন হয়েছে যে, প্রতিনিয়ত পাড়ার হাঁস-মুরগী খেয়ে সাবাড় করছে কুকুরের দল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট এলাকাবাসী। দলীয় সন্ত্রাসীদের মতো তারা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এপাড়া ওপাড়া, যাকে সামনে পায় তার দিকে তেড়ে আসে। ওদের ভয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া দস্কর হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজগামী ছেলে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া বন্ধের উপক্রম। কুকুরের কামড়ে যখন ভ্যাক্সিনের অভাব তৈরি হয়, যখন সেখানকার মানুষগুলোর আর কোন পথ খোলা থাকে না তখনি ডাক পড়ে ফটকের। নামমাত্র টাকা দিলেই সে খাবারের মধ্যে ফুড়াডান দিয়ে এলাকাবাসীকে মুক্ত করে- তাদের মাঝে এনে দেয় শান্তির বারতা।

এভাবে বহুদিন ধরে সে হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে কুকুরের দেখা পাওয়া কষ্টসাধ্য।

ক'দিন থেকে ফটকে কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

জামায়াতের সাথে চার ওয়াক্ত নামাজ পড়ে খানপাড়ার মসজিদে; শুধু ফজরের ওয়াক্ত বাদে। বরাবরই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস থাকলেও এখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে সূর্যের মুখ না দেখে ঘর থেকে বের হয় না। এই ফটকের সাথে সেই ফটকের বিস্তর ফারাক। তার শরীরে-মনে সেই জৌলুস নেই- নেই কুকুর নিধনের তীলছায়া।

কুকুর মেরে সাবাড় করলেও কোন বিড়ালের গায়ে আঘাত করেনি আজ পর্যন্ত; তবে যখনি যে অবস্থায় থাকুকনা কেন বিড়াল দেখলে দাবড়ানি দিয়ে এলাকা ছাড়া করেছে। এখন তার সামনে সময় অসময় বিড়াল ঘুরে বেড়ালে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু কী তাই? সেদিন বাজারে হরিহরের কাপড়ের দোকানে অপরিচিত একজন বয়স্ক ব্যক্তি তাদের এলাকায় কুকুরের উৎপাতের কথা বললেও সেদিকে সে কর্ণপাত করেনা! কী হলো- কেন হলো এলাকায় এ নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা! ফটকে কী তাহলে সাধু হয়ে গেল? কেউ কিছু বললে উত্তর দেয় না, ভাল করে কথা বলে না। আর কুকুরের কথা? সে তো না-ই। বরঞ্চ তার সামনে কুকুর নিয়ে কথা বললে ক্ষেপে উঠে।

প্রথম যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন ছিল অমাবশ্যা। সারাদিন ভালভাবে চালিয়ে রাতে বাড়ি এসে ভ্যানগাড়িটা উঠানে তালা মেরে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখে। যেন শিশির কণা সদ্য করা রঙ নষ্ট করতে না পারে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে যেয়ে ভ্যানের দিকে চোখ ফেলতেই তার চক্ষু ছানাবড়া। টায়ার টিউব থেকে শুরু করে সিট পর্যন্ত সবই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। দেখে বোঝা যায়, কোন হিংস্র জন্তুর তীব্র দাঁতের প্রতিশোধ! মানুষের পক্ষে অন্তত এভাবে সম্ভব নয়। কে করতে পারে এমন কাজ! তার সাথে এমন কারো শত্রুতা নেই যার দ্বারা এ ন্যাক্কারজনক কাজ সম্ভব। অন্তত মানুষের দ্বারাতো নয়ই। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ বাড়িতে মটরসাইকেল থাকায় প্রকৃত যাত্রী সংখ্যা অনেক কম। তার ওপরে এই বিপর্যয় বেশ খানিকটা সমস্যায় ফেলে ফটকেকে। ক'দিন আগেও এমন ছিল না। রাস্তায় উঠলে যাত্রীতে ভ্যান ভরে যেতো। কপাল পুড়লো নতুন রেললাইনের কাজ শুরু হওয়ায়। জমি অধিগ্রহণের টাকা পেয়ে যার একেবারে প্রয়োজন নেই সেও একটা মটরসাইকেল কিনেছে। ভ্যান গ্যারেজে কোনমনে টেনে নিয়ে গেলে মিস্ত্রিতো দেখে অবাক। ভ্যানের সাথে যে এমন হতে পারে তা সে কোনদিন ভাবতেই পারেনি। প্রথমে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মেরামত করে দিলে তার কোন ক্ষতি না হয়! অনেক অনুরোধ করার পর সে অবশ্য মেরামত করে দিয়েছিল।

গত পনের দিন সমস্যা মুক্ত ছিল। ফটকের ধারণা- কোথাও থেকে হয়তো কুকুর- শেয়ালের দল এসে ভ্যানের এমন অবস্থা করেছে। রাগে তার শরীর জ্বলে ওঠে। এবার আসলে তাদের নিস্তার নেই। ডোজ বেশি দিয়ে ব্যবস্থা একটা নিতেই হবে।

সে পাউরুটির সাথে ফুড়াডান মিশিয়ে ভ্যানের আশপাশে রেখে অপেক্ষায় থাকে প্রতিনিয়ত। যেদিন আসে সেদিন চাঁদের আলোয় আলোকিত রাতের নির্জনতা। বেশ দূরে দেখা যায় স্পষ্ট। এর মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি সবার কাছে আশির্বাদ স্বরূপ। গরম অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও বৃষ্টির দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। মাঝ রাতে হঠাৎ আকাশ মন খুলে ভিজিয়ে দেয় মাঠ ঘাট প্রান্তর। প্রায় শেষ রাত; ফজরের আজান দিতে আরো আঠারো মিনিট বাকী। হঠাৎ বাইরে মরমর শব্দ হওয়ায় বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভ্যানের দিকে তাকাতেই ফটকের পিলে চমকে যায়। বাড়ির পূর্ব কোনায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী! তার ভেতর থেকে একেরপর এক কুকুর বেরিয়ে এসে ভ্যানের ওপর আক্রমন করছে! এটা কীভাবে সম্ভব। ইয়া বড় বড় কুকুরের রং কুচকুচে কালো। সবাই একসাথে ধ্বংসযোগ্য চালালেও কারো মুখে কোন শব্দ নেই। সবকিছু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তারা আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতরে যেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অসাড় হয়ে গিয়েছিল ফটকে। যে দৃশ্য তার চোখের সামনে অবমুক্ত হয়েছিল, তা সে আগে কোনদিন দেখাতো দূরের কথা, ভাবেওনি। পা তার যেন চলতেই চায় না। মুখেও কোন কথা নেই। অনেক চেষ্টা করেও কোন কথা বের হয় না। কাছেই স্ত্রী-সন্তান শুয়ে থাকলেও তাদের ডাকার শক্তি হারিয়ে ফেলে মুহূর্তে। সে জানে, এ এলাকায় ওমন কুকুর একটাও নেই। অন্য এলাকা থেকে এসে তার ক্ষতি করবে তাও বিশ্বাস হয় না। তাহলে কী এসেছিল? কোথা থেকে এসেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সে নিজেকে আবিষ্কার করে অন্য এক জগতে।

শেষ বিকেলের গল্প

শংকর সাহা

অণুগল্প

সেদিন অফিস থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো। অফিস শেষে মিটিং তারপর বাড়িতে ফেরা। এই সময় ট্রেন নেই তাই অগত্যা বাসই ছিল ভরসা।

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় হঠাত আমার নজরে আসে আমার পাশে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই। বয়সের ভারে শরীর প্রায় ন্যুবজ।

--"বাবা,দেখো তো এই প্রেসক্রিপশনে কয়টি মেডিসিন লিখেছেন ডাক্তার বাবু।

আমি চোখে ঠিক দেখতে পাইনা।"

প্রেসক্রিপশনটি তার হাত থেকে নিয়ে দেখলাম প্রায় আটটি ওষুধ লিখেছেন ।

তাহার কম্পমান হাত দিয়ে প্রেসক্রিপশনটি নিয়ে ব্যাগে রাখলেন। তাহার দিকে আমি আবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। শীর্ণ চেহারায় এই শীতে একাকী বাইরে! বলতে বলতে বাস এসে গেল। আমি বাসে উঠেই তাঁহার জন্যে একটি সিট দেখতে থাকি।

হঠাত তিনি বলে বসলেন, " বাবা তুমি কোথায় যাবে? আমায় একটু বাড়িতে পৌঁছে দেবে। এই অন্ধকারে আমি যে কিছু ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিনা।"তাঁহার কথায় মায়া হলো। তাই নিজের গন্তব্যের আগেই বাস থেকে নেমে গেল সুবিমল। ওনাকে রাস্তা পার করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। যেতে যেতে সুবিমল জানতে পারে ওনার স্বামী ব্লাডক্যান্সার পেশেন্ট । এখন লাস্ট স্টেজ । এক ছেলে এখন সে আর মাকে দেখেনা। তাই বৃদ্ধার শেষ বয়সের সম্বল অসুস্থ স্বামী। বৃদ্ধার কথাগুলো শোনার পর সুবিমল স্তম্ভিত হয়ে যায়। " বাড়ির কাছে যেতেই বৃদ্ধা সুবিমলের হাতটি শক্ত করে ধরে বলে, " জান তো বাবা, বৃদ্ধ বয়সে নিজের সন্তান পাশে না থাকলে বড়ো অসহায় লাগে। "

ঘড়িতে তখন নয়টা বেজে পাঁচ। বাড়িতে ফিরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ে সুবিমল।বারে বারে মনে পড়ে বৃদ্ধার কথা। পরেরদিন অফিসে যাবার সময় একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে সে। ফলের দোকান থেকে কিছু ফল কিনে সোজা রওনা দেয় সেই গলির পথে যেখানে বৃদ্ধাটির বাড়ি।কিছু দূর যেতেই সুবিমলের কানে আসে আজ ভোরেই বৃদ্ধাটি স্বামী মারা গেছেন। পাড়ার লোকেরা শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেছেন। মাঝ রাস্তায় ংকির্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। পেছন ফিরে অফিসে ফিরে আসে সে। আজ কোনো কাজে সুবিমলের মন নেই। বাইরে জানালার পাশ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে আকাশটার দিকে চেয়ে আছে। কুয়াশা ঘন আস্তরণ আজ সূর্যটাকে যেন ঢেকে রেখেছে। বৃদ্ধা বলা কথাগুলো তার যে ভীষণ মনে পড়ছে..

তাপ উৎসব

মদনমোহন সামন্ত

দশ সকালেই পঁয়ত্রিশ তাপ,
চড়ছে পারা, চড়বে ক'ধাপ!
দশ দিকেতেই গনগনে আঁচ,
যেমনে পারিস, তেমনেই বাঁচ!
গণতন্ত্রের উৎসব শুরু –
সূর্য-রবিতে – তেজস-গুরু!
উপর থেকে নিচতলাতে,
পাহাড় থেকে সাগরটাতে,
গরমে "গরম" সরবরাহ –
অজা-অবি কেউ, কেউ বরাহ!
শান্তি, স্বস্তি, ছায়া, আলোলিকা,
পুষ্প, রেণু, বৃষ্টি, ক্ষণিকা,
প্রকৃতিরা সব যায় যে কোথা?
গরমে - মরমে সবই যে বৃথা!
কুজ্ঝটিকা নিখোঁজ-নোটিশ,
সংগোপনে খবর রাখিস।
প্রভঞ্জনের দেখাসাক্ষাৎ
পেলেও মহান বর নির্ঘাত!
সে আশার গুড়ে বালি আপাতত,
সয়ে যাওয়া শুধু, যত পারা তত!
স্তোকবাক্যের সান্ত্বনাবাণী,
ঝড়ঝঞ্ঝার চোখরাঙানি,
জলে গেল সব, জ্বলে গেল সব!
জ্যান্তরা শব, তাপ উৎসব!
বাতাসেতে টান, ধরেছে সটান,
গোপনে বাড়িছে অপেক্ষমাণ!
সেদ্ধ, পোড়া, ভর্তা সমান –
সরস থাক গো! থাকো সাবধান!

দৃপ্ত শোভা

আসগার আলি মণ্ডল

সূর্য মামা দিচ্ছে উঁকি
ছড়িয়ে দিয়ে আলো
এক লহমায় যাবে কেটে
অমানিশার কালো।

পানসি চড়ে দিচ্ছে পাড়ি
গরীব দুটি জেলে
লেকের জলে আজ সারাদিন
যদি কিছু মেলে।

উঁচিয়ে মাথা দাঁড়িয়ে আছে
নারকেল গাছের সারি
শান্ত লেকের জলের সাথে
নেই ওদের আড়ি।

মৌন আকুলতা

চন্দনা দে

একলা ঘরে ছুটল ঘুম
আঁধার আরাধনা
অসীম নীল আকাশ জুড়ে
জড়িয়ে যন্ত্রনা
নদীর জলে বৃষ্টিএলো
বৃষ্টি চোখের জলে
নিঘুমরাতে আবছা আলো
জ্বলছে বুকের তলে।
উঠছে মনে হেলে দুলে
হারিয়ে যাওয়াকথা
হৃদয়তলে ঢেউএরসাথে
অসীম আকুলতা
দাগচোর আর কুমিরডাঙ্গা
অবুঝ শিশুর সাথে
লুকিয়ে প্রেম ফুলের গন্ধ
আকুল করা রাতে
নকশী কাঁথাএফোঁড় ওফোঁড়
কত রঙের খেলায়
উথলে ওঠে নকশা যত
প্রেমের কথকতায়;
হারিয়ে যাওয়া ছিন্নস্মৃতির
নকশি রঙিন কাঁথায়
গুমড়ে উঠে লাল বারান্দা
মৌন আকুলতায়।

গ্রীষ্মের গোলযোগ

হাফিজুর রহমান

শাঁখ বাজিয়েছে ডুবিয়ে নাক
বৈশাখের প্রথম প্রহরে,
সতর্ক সংকেত সারস পাখির
বিশাল একটা বহরে।

বর নিয়ে আসছে প্রবল ঝড়
লণ্ডভণ্ডের কাছ থেকে;
ধূলো সরাতে গাছের পাতার
ক্ষেপানো ভীষণ বেঁকে।

তচনচের চোখ করে খচখচ
কালো মেঘের কণায়,
বৃষ্টি - বাতাসের ঝগড়া লাগে
একটুও না বনিবনায়।

ছড়া-ছড়ি

প্রিয় কাবা

তৌফিক ইসলাম

কালো চাদরে ঘেরা ঐ ঘর
প্রিয় ওই কাবা ঘর,
দেখার জন্য মন উতল
ও আল্লাহ্ দিও বর।

তোমায় ছুঁতে মন ব্যাকুল
হৃদয়ে গাঁথা আশা,
তুমি যে প্রিয় কাবা শরীফ
তুমি যে ভালোবাসা।

তাওয়াফ করবো ঘুরে আমি
চুম্বন দেবো তোমায়,
রবের বিধান মেনে চললে
ক্ষমা দেবেন আমায়।

কাবা তোমার ছবি এঁকেছি
এই হৃদ মাঝারে,
দুটি নয়ন দেখবে তোমায়
তৃপ্তি পাবে মন বাহারে।

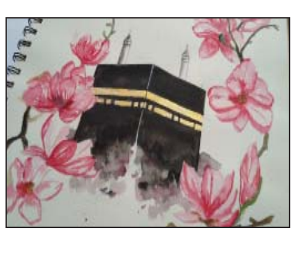

তোকে নিয়ে

নাইস হোসেন

চোখের আয়নায় তোর ছবিটা
বুকের ভিতর নড়ে চড়ে
সন্ধ্যে হলেই আকাশ তারায়
এক তারা টাই খুব আদুরে।

ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়ি
ঠিকানা বিহীন সঙ্গে তোর
বুকের ভিতর দখলদারি
নিয়ে আছিস রাত ভোর।

মাতিয়ে রাখিস কৃষ্ণচূড়ায়
তুই যে পরী নূপুর পায়ে
মেঘের গায়ে সাদা পালক
বৃষ্টি নামুক আমার গায়ে।

তোর স্মৃতি টাই চোখের পাতায়
বুকের ভিতর ডাকছে বান
সন্ধ্যে হলে আসর জমাই
একতারা তে তোরই গান।

নববর্ষ জয় ভারতে

নাজিবর রহমান

কৃষি নির্ভর এই ভারতে,
ফসল ফলানোর সুবিধার্থে,
মাস গণনার নতুন নিয়ম
নতুন বর্ষ হল শুরু।

নয়শো তেষট্টি হিজরী সনে,
ফতিউল্লাহ সিরাজী,
জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্র পুরুষ,
শকাব্দ মাসের নাম গ্রহণে
নতুন সন দিলেন বেঁধে।
বাদশা আকবরের ফরমান মেনে
হল চালু মোদের দেশে,
জয় হিন্দে, জয় ভারতে।

প্রথম মাস বৈশাখের পহিলা দিনে
বর্ষবরণ,
বাঙালিকে যায় নাড়িয়ে
এপার ওপার দুই বাংলায়,
স্বদেশে ও বিশ্ব মাঝে,
যত বাঙালি আছে যেখানে।

বহাগ বিহু, রঙালী বিহু
রাঙিয়ে যায় সেই দিনেতে
আসাম ভূমে আর অসমীয়া মনে,
যখন যে বা থাকে যেখানে।

বিশু নামে বর্ষবরণ হচ্ছে পালন
কেরালা ও পাঞ্জাবে,
বৈশাখের প্রথম দিনে।

গুড়ি পদয়া, নব বর্ষ
চন্দ্র মাসের পইলা দিনে,
মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ আজও মানে,
সেই দিনেতে উগাদি হয়,
কর্ণাটক অন্ধ আর তেলেঙ্গানায়।

নববর্ষের রকম ফের
মাতিয়ে যায় সবার হৃদয়,
বহুত্বে ভরা, রংবেরঙের
বৈচিত্র্যময়□মোদের দেশে ।

ওরা আসে

তাসলিমা খাতুন

ওরা আসে ----
দৃষ্টি যাদের হিংস্র
অস্ত্র তাদের তীক্ষ্ণ
কতক মানুষকে করে ওরা রক্তাক্ত।
যে মারা গেলো,সে তো বেঁচে গেলো
আর যে প্রকৃতই বেঁচে রইল
সে হলো নিঃসঙ্গ অসাড়
সে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিন গোনে ।
ওরা আসে ----
দম্ভ যাদের আকাশছোঁয়া
ক্ষমতা তাদের নেকড়ের ন্যায়
জয়ের জন্য বিবেক তাদের অন্ধ ।
অথচ তাদের পরাজয় ঘটেছে বহু আগে।
মানবের মানবতার কাছে
প্রকৃতির নিয়মের কাছে
স্রষ্টার অনুগ্রহের কাছে।
ওরা আসে হিংস্র ভয়ানক বেশে।

প্রিয়তমার বিহনে

নাবিদুল হাসান

হেরিলাম যবে তবে ওই বিধুমুগ,
যেন হৃদয় মম নাচিয়া যায়, ওগো-
আলতো দিয়ে সুখ, আমার ওই হৃদ্-
মাঝারে কহিলা যে তুমি কমল কণ্ঠে,
কাঁদায়ে মম বুক, গিয়েছে দূরে বহু!
তব আসিলে যে ফিরে, ঠিক যেন চাঁদ
হস্তে আসিল বামনের তরে, যেওনা-
যেন হেথা হতে তব ধোকা দিয়ে আর,
থাকো যেথা ওই সে ধূরে, অচীনপুরে!
কোনও এক রাজার দেশে দিনের শেষে
মিলিয়ে আকাশ পবন তাহার রঙ।
আসবো যখন তোমায় নিতে, পেরিয়ে-
সপ্তসিন্ধু সাগর, আর সে তেরো নদী।
হৃদ ভেঙে যাবে তব ধোকা হানো যদি।

বার্সার বিদায়ের পর কানসেলোর মেয়ের মৃত্যু কামনা সমর্থকদের

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে পিএসজির কাছে ৪–১ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়েছে বার্সেলোনা। বার্সার বিদায়ে হতাশা লুকাতে পারেননি সমর্থকেরা। অনেককে সে রাতে গ্যালারিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখা গেছে। কেউ কেউ বার্সার খেলা দেখে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন।

এই ক্ষুব্ধ সমর্থকদেরই একাংশ পরে জোয়াও কানসেলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আইডিতে হামলে পড়েছেন। কানসেলোকে আক্রমণ করার কারণ, পিএসজির বিপক্ষে সে রাতের ম্যাচে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারা।

ম্যাচের ৫৯ মিনিটে উসমান দেম্বেলেকে নিজেদের বক্সে ট্যাকল করে ফেলে দেন ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে বার্সায় খেলতে যাওয়া কানসেলো। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান। ৬১ মিনিটে সফল স্পট কিকে পিএসজিকে ৩–১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। বার্সা কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে তখনই। ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা ম্যাচ শেষে কানসেলোকে শুধু বাজে ভাষায় গালিগালাজই করেননি, তাঁর পরিবারের মৃত্যুও কামনা করেছে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান থেকে ছিটকে পড়ার পর বার্সেলোনা এবারের মৌসুমের শেষ ‘এল ক্লাসিকো’য় আগামীকাল রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ইএসপিএনকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কানসেলো। সেখানেই ইনস্টাগ্রামে পাওয়া হুমকির বিষয়টি জানিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ ফুলব্যাক।

সাক্ষাৎকারের একটি অংশে কানসেলো বলেন, ‘লোকেরা যাচ্ছেতাই লিখেছে। ইনস্টাগ্রামে এমনও মন্তব্য দেখেছি, যেখানে আমার মেয়ের মৃত্যু কামনা করা হয়েছে। অথচ ওর এখনো জন্মই হয়নি। তারা কথাগুলো আমার সামনে এসে বলতে পারবে না। কারণ, তারা জানে এতে ঝামেলা হবে। কিন্তু (সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে) যা মন চায়, সেটাই লিখতে পারে।’

কানসেলোর প্রেমিকা দানিয়েলা মাসাদো একজন ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব ও ব্লগার। তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান আলিসিয়া জন্ম নেয় ২০১৯ সালে। ২৭ বছর বয়সী মাসাদো বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। আরেকটি কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। কানসেলো সাক্ষাৎকারে সেই অনাগত সন্তানের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

শিগগিরই দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হতে চলেছেন কানসেলো। বার্সার সমর্থকেরা সেই অনাগত সন্তানেরই মৃত্যু কামনা করেছেন

শিগগিরই দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হতে চলেছেন কানসেলো। বার্সার সমর্থকেরা সেই অনাগত সন্তানেরই মৃত্যু কামনা করেছেনইনস্টাগ্রাম সাক্ষাৎকারে কানসেলো আরও বলেন, ‘তারা আমার সঙ্গী, মেয়ে ও অনাগত সন্তানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। পৃথিবীটা বড়ই নিষ্ঠুর। আপনাকে এটার (নিষ্ঠুরতার) সঙ্গে বসবাস করতে জানতে হবে। আমি জানি কীভাবে চলতে–ফিরতে হয়। কিন্তু তাদের নিয়ে কী বলব, সেটা জানা নেই।’

যাঁরা তাঁর পরিবারের মৃত্যু কামনা করেছেন, তাঁদের প্রতি একটা আহ্বানও জানিয়েছেন কানসেলো, ‘একটি শিশুর মৃত্যু কামনা করা সত্যিই গুরুতর ব্যাপার। মানুষ টেলিভিশনে যে ফুটবলকে দেখে, সেটার পেছনের গল্পটা তারা জানেনি। তাদের বোঝা উচিত, আমরা যারা ফুটবলার, তারাও মানুষ। আমরা ঠিক তাদের মতোই।’

ভালো খেলতে না পারলে পরিবারের নয়, শুধু তাঁরই সমালোচনা করতে বলেছেন কানসেলো, ‘আপনারা আমার পারফরম্যান্সের সমালোচনা করুন। তাতে আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু আমার পরিবার নিয়ে কিছু বলবেন না। সত্যি বলতে, এই সপ্তাহটা খুব কঠিন ছিল। আমরা চ্যাম্পিয়নস লিগে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে রোমাঞ্চিত ছিলাম। আমি মনে করি আমরা সেটার (সেমিফাইনালে) যোগ্যও ছিলাম। কিন্তু সেটা যেহেতু হয়নি, এখন আমাদের তা পেছনে ফেলে রেখে এগোতে হবে।’

পিএসজির কাছে হারের রাতে ঘুমাতে পারেননি বলেও জানিয়েছেন কানসেলো, ‘ওই রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। যে দিন আমরা জিততে পারি না, সে রাতে আমার সহজে ঘুম আসে না। বারবার মনে হয়, আমি আমার কাজটা ঠিকভাবে করতে পারিনি, ভালো খেলতে পারিনি।’

এমিলিয়ানো মার্তিনেজের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: অ্যাস্টন ভিলাকে উয়েফা ইউরোপা কনফারেন্স লিগের সেমিফাইনালে তুলতে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। লিলের বিপক্ষে টাইব্রেকারে গড়ানো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটিতে দুটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে দলকে তিনি ৪–৩ গোলে জিতিয়েছেন। অ্যাস্টন ভিলা সেমিফাইনালে উঠলেও আগামী ২ মে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচটিতে খেলতে পারবেন না ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে বীরত্ব দেখিয়ে আর্জেন্টিনাকে জেতানো মার্তিনেজ।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপারকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে উয়েফা। কারণ, কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছেন তিনি। মার্তিনেজ কাল কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে দুবার হলুদ কার্ড দেখেন। একবার ম্যাচের নিয়মিত সময়ে (৩৯ মিনিটে), আরেকবার ট্রাইব্রেকার হওয়ার সময়। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, একই ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখার পরও কেন মার্তিনেজকে লাল কার্ড দেখাননি রেফারি? মার্তিনেজের লিলের বিপক্ষে লাল কার্ড না দেখার কারণ উয়েফার নিয়ম। এই নিয়মে ম্যাচের নিয়মিত সময়ে দেখা হলুদ কার্ড টাইব্রেকারের সময়ের দেখা হলুদ কার্ডের সঙ্গে যোগ হয় না। তবে এটা আবার সামগ্রিক কার্ড দেখার হিসেবে যোগ হয়।

তাই কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ৩টি হলুদ কার্ড দেখায় নিয়ম অনুযায়ী এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন মার্তিনেজ। তবে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে খেলতে পারবেন তিনি।

পাওয়ার প্লেতে ১২৫, টি-টোয়েন্টির বিশ্ব রেকর্ড হারদরাবাদের

আপনজন ডেস্ক: ২০১৭ সালের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে প্রথম ৬ ওভারে ১০৫ রান করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। পাওয়ার প্লেতে এটিই ছিল আইপিএল রেকর্ড। সাত বছর পর আজ সেই রেকর্ড তো বটেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির পাওয়ার প্লেতে রান তোলার রেকর্ড ভেঙে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে বিনা উইকেটে ১২৫ রান তুলেছে হায়দরাবাদ। আগের বিশ্ব রেকর্ডটা ছিল নটিংহামশায়ারের। ২০১৭ সালে ন্যাটওয়েস্ট টি-টোয়েন্টি ব্ল্যাস্টে ডারহামের বিপক্ষে প্রথম ৬ ওভারে ১০৬ রান তুলেছিল নটিংহামশায়ার।

ইনিংসের দ্বিতীয় বলে খলিল আহমেদকে ছক্কা মেরে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেন ট্রাভিস হেড। ওই ওভারে আসে ১৯ রান। ললিত যাদবের করা দ্বিতীয় ওভারে আসে ২১ রান। ওই ওভারে ২টি ছক্কা মারেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার। আনরিখ নর্কিয়ার করা তৃতীয় ওভারে আসে ২২ রান, ২২ রানই তোলেন হেড। ফিফটিও পেয়ে যান আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি পাওয়া এই ব্যাটসম্যান। ১৬ বলে ৫০ ছোঁয়া হেড ছক্কা মেরেই পৌঁছান এই মাইলফলকে।

ললিতের করা পরের ওভারে হেড-অভিষেক শর্মারা তোলেন আরও ২১ রান। পরের ওভারে আক্রমণে এসে কুলদীপ যাদব দেন ২০ রান। ওভারের শেষ বলে ১০০ ছোঁয় হায়দরাবাদ। আইপিএর ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে ৫ ওভারের মধ্যে ১০০ রান করার কীর্তি গড়ে দলটি। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে আসে ২২ রান।

পাওয়ার প্লে শেষে হেড ২৬ বলে ৮৪ ও অভিষেক ১০ বলে ৪০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। সপ্তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অভিষেককে (১২ বলে ৪৬) অক্ষর প্যাটেলের ক্যাচ বানিয়ে ১৩১ রানের জুটি ভাঙেন কুলদীপ। ওই ওভারের শেষ বলেই অক্ষর-কুলদীপের যুগলবন্দীতে আউট এইডেন মার্করাম (৩ বলে ১ রান)। কুলদীপর আরেকটি উইকেট নিয়েছেন নবম ওভারের শেষ বলেও। এবার লং অনে ক্যাচ তুলে বিদায় হেডের (৩২ বলে ৮৯)। অভিষেক ও হেড, দুজনই মেরেছেন ৬টি করে ছক্কা।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে পরের বলেই আরেকটি উইকেট এনে দেন অক্ষর প্যাটেল। তিনি বোল্ড করেছেন হাইনরিখ ক্লাসেনকে। বিনা উইকেটে ১২৫ রান তুলে পাওয়া প্লে শেষ করা হায়দরাবাদ ক্লাসেনের বিদায়ে হয়ে যায় ১৬২/৪।

হঠাৎ খেই হারানো হায়দরাবাদ এবারই নিজেদের গড়া আইপিএলের সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংসের রেকর্ড ভাঙার আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত থেমেছে তা থেকে ২১ রান দূরে। শেষ দিকে শাহবাজ আহমেদের আরেকটি ঝোড়ো ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৬৬ রান তুলেছে হায়দরাবাদ। আইপিএল ইতিহাসে যা চতুর্থ সর্বোচ্চ। ২ চার ও ৫ ছক্কায় ২৯ বলে ৫৯ রানে অপরাজিত ছিলেন শাহবাজ।

দলীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড না ভাঙতে পারলেও আইপিএলে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছে হায়দরাবাদ। মোট ২২টি ছক্কা মেরেছে দলটি। আইপিএল ইতিহাসে যা যৌথভাবে রেকর্ড। এ বছরই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ২২টি ছক্কা মেরেছিল হায়দরাবাদই।

রেকর্ডের পর রেকর্ড এবারের আইপিএলে

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে এখন পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে ৩৪টি। যে ম্যাচগুলোর গল্পের প্রধান অংশ হচ্ছে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং আর ছক্কা হাঁকানো। আইপিএলের প্রতি মৌসুমেই রান তোলার গতি ধারাবাহিকভাবে বেড়ে থাকে, তবে এবারের আইপিএলে যা হচ্ছে সেটা আলাদা গুরুত্ব বহন করে। এখন পর্যন্ত এবারের আসরে ওভারপ্রতি রান উঠেছে ৯.৪২ রান করে, যা আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনটি দলীয় স্কোর এসেছে এ বছর, সর্বোচ্চ পাঁচটির মধ্যে চারটিই এ বছর এসেছে।

আইপিএল এবার ৫০০ ছক্কাও দেখেছে রেকর্ড সময়ে। এবারের আইপিএলে যে কতটা ছক্কা উৎসব হচ্ছে, সেটা প্রমাণে আরও কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হচ্ছে ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সৌজন্যে। তুলনার স্বার্থে ৩৪ ম্যাচ শেষে সর্বশেষ কয়েকটি মৌসুমের পরিসংখ্যানও এখানে তুলে ধরা হচ্ছে–

রানের মহাপ্লাবন

এই মৌসুমে রান উঠেছে ওভারপ্রতি ৯.৪২ রান করে, যা ৩৪ ম্যাচ শেষে ওভারপ্রতি রান তোলার দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০২৩ সালের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি। যেটা আপাতদৃষ্টে খুব বেশি মনে হচ্ছে না। তবে ৩৪ ম্যাচ শেষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান উঠেছিল ২০২৩ সালে–৮.৮১ ওভারপ্রতি, যা ২০২০ সালে ওভারপ্রতি ৮.৫৪ রানের চেয়ে ৩.১ শতাংশ বেশি। ২০২৪ ও ২০২৩ সালে ওভারপ্রতি রান তোলার পার্থক্য ০.৬১, যা ২০০৯-১০ মৌসুমের পর আগের বছরের তুলনায় ওভারপ্রতি রান ওঠায় সর্বোচ্চ। ২০১০ সালে ওভারপ্রতি রান উঠেছিল ৮.৪১, যেখানে ২০০৯ সালে ৭.৬২। তবে ২০০৯ সালে আইপিএল হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, তাই সেই আইপিএলের কন্ডিশন পুরোপুরিই ভিন্ন ছিল।

চার-ছক্কার বন্যা

এবারের মৌসুমে চার ও ছক্কা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। তবে গত বছরের তুলনায় মূল পার্থক্য ধরা পড়েছে ছক্কার হিসেবে। এবারের আইপিএলে প্রতি ১৩.৪৮ বল পরপরই ছক্কা হয়েছে, যা ২০১৮ সালে (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) ১৫.২৪ বল পর ছক্কার তুলনায় ১১.৬ শতাংশ বেশি। বলপ্রতি

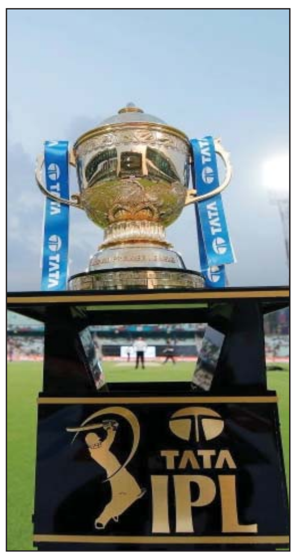

বাউন্ডারির হিসাবে (চার ও ছক্কা) এবারের আইপিএল ২০১৮ সালের তুলনায় ৭.১ শতাংশ বেশি। ২০০,৩০০, ৪০০ ও ৫০০ ছক্কার মাইলফলক প্রতিটিই এবার এসেছে রেকর্ড গড়ে। প্রথম ১০০ ছক্কা এসেছে ১৪২৫ বলে, পরের ১০০ ছক্কা এসেছে ১০১৪ বলে, পরের ১০০ ছক্কা এসেছে ১৩৩৪ বলে। ৩০০ থেকে ৪০০ ছক্কায় পৌঁছাতে লেগেছে ১৭১৮ বল আর ৪০০ থেকে ৫০০–তে যেতে লেগেছে ১৩৮৯ বল। ২০১৩ আইপিএলে ৫০০ ছক্কা মারতে লেগেছিল ১৩,৭৪৮টি বল, যা প্রায় এই মৌসুমের দ্বিগুণ।

বড় সংগ্রহ

৩৪টি ম্যাচের মধ্যে এবার ২৭০–এর বেশি রান উঠেছে ৩ ম্যাচে। চলতি মৌসুম শুরুর আগপর্যন্ত আইপিএল ইতিহাসের ১০২৫টি ম্যাচে সর্বোচ্চ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সে বেঙ্গালুরুর ২৬৩, যার মধ্যে ১৭৫ রানই এসেছিল ক্রিস গেইলের ব্যাট থেকে। এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত ২০০ বা এর চেয়ে বেশি রান উঠেছে ১৪ বার, একই পরিমাণ ম্যাচ শেষে ২০২৩ সালে ২০০ বা এর চেয়ে বেশি রান উঠেছিল ১৫ বার। তবে এবার সংগ্রহগুলো ২০০ ছাড়িয়ে আরও বড় হচ্ছে, ২২০ বা এর চেয়ে বেশি রান উঠেছে ৮ বার, ২৪০–এর বেশি রান হয়েছে ৫ বার।

পাওয়ারপ্লেতে এবার রান উঠছে ৯ রানের বেশি করে। ডেথ ওভারে প্রায় ১২ রান করে (১১.৭২)। এবার আইপিএলে পাওয়ারপ্লেতে ৬০ বা এর চেয়ে বেশি রান হয়েছে মোট ২০ বার, যার মধ্যে ৭২ রান পার হয়েছে ১০ বার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এরই মধ্যে তিনবার করে পাওয়ারপ্লেতে ৭২ বা এর চেয়ে বেশি রান তুলেছে, কলকাতা করেছে দুইবার।

যদিও এই দলগুলোর কোনোটিই ২০১৭ সালে করা পাওয়ারপ্লেতে কলকাতার ১০৫ রানের রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। এবারের মৌসুমে পাওয়ারপ্লেতে সর্বোচ্চ ৮৮ রান করেছে কলকাতাই, দিল্লির বিপক্ষে সেই রান আছে তালিকার চতুর্থ স্থানে।

এবার ১৩ বার প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে দলগুলো ১০০ রান তুলেছে, যেটাও রেকর্ড। এর আগে সর্বোচ্চ গত মৌসুমে ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ৮ বার প্রথম ১০ ওভারে ১০০ রান তুলেছে দলগুলো। ডেথ ওভারে এবার সর্বোচ্চ রান উঠেছে ৮৪, দিল্লির বিপক্ষে মুম্বাইয়ের করা এই রান ডেথ ওভারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ডেথ ওভারে সর্বোচ্চ ৮৯ রান উঠেছিল ২০১৬ সালে, বেঙ্গালুরু করেছিল গুজরাটের বিপক্ষে।

নজিরবিহীন চাপে বোলাররা

এই মৌসুমে সবচেয়ে বেশি চাপে আছেন বোলাররা। এবারের আইপিএলে ১৫ রানের ওভার হয়েছে ২০৫টি, ২০ রান বা এর চেয়ে বেশি রানের ওভার হয়েছে ৫৪টি। এক আনরিখ নর্কিয়াই ১৬ ওভার বল করেই রান দিয়েছেন ২০৫, ওভারে ২০ রানের চেয়ে বেশি রান দিয়েছেন ৪ বার। ভুবনেশ্বর কুমার, রিস টপলি, হর্শাল প্যাটেল ২০ রান বা এর চেয়ে বেশি রান দিয়েছেন ৩ বার।

ব্যাটে স্ট্রোকের ফুলঝুরি

এবার আইপিএলে এখন পর্যন্ত ১০০ বা এর চেয়ে বেশি রান করেছেন ৪৫ জন ব্যাটসম্যান। এদের মধ্যে একমাত্র ইংলিশ অলরাউন্ডার স্যাম কারেনের স্ট্রাইক রেটই ১২০–এর নিচে–১১৭.৮৫। এঁদের মধ্যে ২৮ জন ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫০–এর বেশি, ১০ জনের ১৭৫–এর চেয়ে বেশি। আবদুল সামাদ, দীনেশ কার্তিক, আশুতোষ শর্মা, আন্দ্রে রাসেল–এই চারজনের স্ট্রাইক রেট ২০০–এর বেশি। গত মৌসুমে ৩৪টি ম্যাচের পর ২০ জন ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫০–এর বেশি, ১৭৫–এর বেশি ৫ জনের, ২০০–এর বেশি ছিল ১ জনের। বুঝতেই পারছেন, এবারের আইপিএল কেন আলাদা!

ইএসপিএনের দাবি: জিদানকে কোচ বানাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: জিনেদিন জিদানকে কোচ বানাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বায়ার্ন মিউনিখ–স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’ এই দাবি করেছিল ১৬ এপ্রিল। কিন্তু সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, কোচ বানাতে ফরাসি কিংবদন্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি জার্মান ক্লাবটি। মৌসুম শেষে বায়ার্ন কোচের পদ ছাড়বেন টমাস টুখেল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন কে–গত ফেব্রুয়ারিতে টুখেল বায়ার্ন ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রিয়াল মাদ্রিদকে কোচ হিসেবে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতিয়েছেন জিদান। দুই মেয়াদে স্প্যানিশ ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব পালন করার পর ২০২১ সালে সরে দাঁড়ান। তার পর থেকে ডাগ আউটের বাইরে সময় কাটছে ’৯৮ বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তির।

জিদানকে কোচ বানাতে তাঁর সঙ্গে বায়ার্নের যোগাযোগের গুঞ্জনটি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে চাউর হয়েছে বেশি। ব্যাপারটা আরও ডালপালা ছড়ায় ইউলিয়ান নাগলসমান জার্মানি জাতীয় দলের কোচ পদে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর পর। ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত

নাগলসমানের চুক্তির মেয়াদ বেড়েছে। এর আগে গুঞ্জন ছিল, গত বছর মার্চে বায়ার্নের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হওয়া নাগলসমান আবারও বাভারিয়ান ক্লাবটির দায়িত্বে ফিরছেন। কিন্তু নাগলসমান জার্মানি কোচ হিসেবে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর পর জিদানকে বায়ার্নের সঙ্গে জড়িয়ে দুইয়ে–দুইয়ে চার মিলিয়ে নেন অনেকেই। তবে ইএসপিএনের দাবি, এ সম্পর্কিত কোনো কথাই হয়নি দুই পক্ষের মধ্যে।

ইএসপিএনকে সূত্র জানিয়েছে, কোচ পদের জন্য বায়ার্নের মনোনীত সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছেন জিদান। তবে সেই তালিকায় জিদানের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছেন ব্রাইটনের কোচ রবার্তো দি জেরবি, অস্ট্রিয়ার কোচ রাল্‌ফ রাংনিক ও স্টুর্টগার্টের কোচ সেবাস্তিয়ান হোয়েনেস। সূত্র আরও জানিয়েছে, জিদান নিজেও বায়ার্নের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। এর একটা বড় কারণ ভাষাগত সমস্যা। ইংরেজি কিংবা জার্মান–এ দুটি ভাষার কোনোটিতেই তেমন স্বচ্ছন্দ্য নন রিয়াল কিংবদন্তি। আর কোচিংয়ে সাফল্য পেতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁদের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব দেন ৫১ বছর বয়সী জিদান। ইএসপিএন অবশ্য জানিয়েছে, জিদানের এজেন্ট এলেইন মিগলিয়াচ্চিও বায়ার্নের সভাপতি উলি হোয়েনেসের কাছের মানুষ। রিয়ালের কোচ হিসেবে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতেন জিদান। এই প্রতিযোগিতার আধুনিক যুগে জিদানের অধীনে রিয়ালই একমাত্র দল হিসেবে টানা তিনবার মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি জিতেছে।

বায়ার্নের কোচ হিসেবে টুখেল এ মৌসুমে লিগে ভালো করতে পারেননি। ঘরোয়া লিগে টানা ১১ বছর একাধিপত্যের পর এবার বায়ার লেভারকুসেনের কাছে শিরোপা হারিয়েছে বায়ার্ন। তবে দলকে ঠিকই চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে নিয়ে গেছেন টুখেল। ৩০ এপ্রিল সেমিফাইনালের প্রথম লেগে রিয়ালের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন।

রিভিউ নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়াতেই কি পোলার্ড–ডেভিডের শাস্তি

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ব্যাটসম্যান টিম ডেভিড ও ব্যাটিং কোচ কাইরন পোলার্ডকে ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। ১৮ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচে আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন এই দুজন। ঠিক কোন আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা

হয়নি। তবে ভারতের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পাঞ্জাবের বিপক্ষে সূর্যকুমার যাদবকে ডাগআউট থেকে রিভিউ নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ায় তাঁদের শাস্তি হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ডেভিড ও পোলার্ড আর্টিকেল ২.২০ ধারায় লেভেল ১ ভঙ্গ করেছে। এই ধারায় ক্রিকেটীয় চেতনার কথা বলা হয়েছে। ডেভিড ও পোলার্ড দুজনই রেফারি সঞ্জয় বার্মার দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন। পাঞ্জাবের বিপক্ষে ম্যাচে ইনিংসের ১৫তম ওভারে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটিংয়ের সময় অর্শদীপের একটি বল ওয়াইড লাইনের কাছ দিয়ে যায়। আম্পায়ার সেই বলটি ওয়াইড না দিলে ডাগআউট থেকে রিভিউ নেওয়ার ইঙ্গিত দেন পোলার্ড ও ডেভিড। এরপর সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েও পড়ে।

ধোনির শেষ মানে ২০তম ওভারেরও ‘অবসর’

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভিশাল দায়ামার কথাটা আবদারের মতো শোনায়। টি–টোয়েন্টিতে ২০তম ওভার থাকবে না, সেটা আবার কেমন কথা!

ভারতীয় লেখক ও ব্র্যান্ড পরামর্শক ভিশাল দায়ামা যদিও এমনই ‘দাবি’ তুলেছেন। ধোনি অবসর নেওয়ার সময় যেন ২০তম ওভারকেও অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মানে, ধোনি যেদিন থেকে খেলবেন না, ২০তম ওভারের খেলাও সেদিন থেকে যেন আর না হয়।

কথাটা যে রসিকতা করে বলা, তা বোধ হয় বুঝিয়ে না বললেও চলছে। টি–টোয়েন্টির ২০তম ওভার তো আর ফুটবলারের জার্সি নয় যে, তাঁর অবসরের সঙ্গে সেই জার্সিও আর কাউকে না দিয়ে তুলে রাখা হবে। রসিকতা, তবে তাতে ২০তম ওভারে মহেন্দ্র সিং ধোনির অবিশ্বাস্য সব কীর্তির স্বীকৃতিও লুকিয়ে।

ভিশাল দায়ামা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’–এ পোস্টটি করেছেন গতকাল রাতে যখন চেন্নাই সুপার কিংসের ইনিংস শেষ হওয়ার পর। আইপিএলে লক্ষ্মৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে এই ম্যাচে ৮ উইকেটে হেরেছে চেন্নাই। ১৭.৫ ওভারে ধোনি যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, চেন্নাইয়ের সংগ্রহ ছিল ৬ উইকেটে ১৪১। এখান থেকে শেষ ১৩ বলে উঠেছে ৩৫ রান–আর তার মধ্যে ৯ বল খেলে অপরাজিত ধোনির একার অবদানই ২৮! এই ২৮ রানের ১৯–ই ২০তম ওভারে, যার ১৬ রানই নিয়েছেন ধোনি। যাতে ছিল একটি ছয় ও দুটি চার।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**